আবু হোসেন

বা

হঠাৎ বাদ্‌সাই

(কৌতুকপূর্ণ গীতি-নাট্য)

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

অভিনব সংস্করণ

(দ্বিতীয় প্রচার)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মাঘ—১৩৩২ সাল
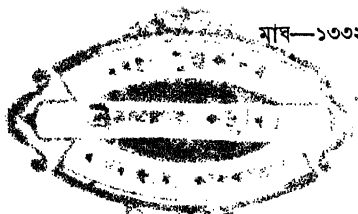
মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র
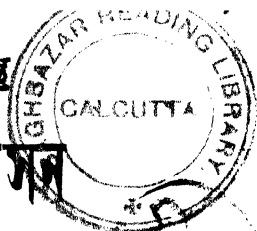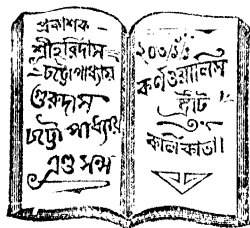
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙর
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্র

—:০:—
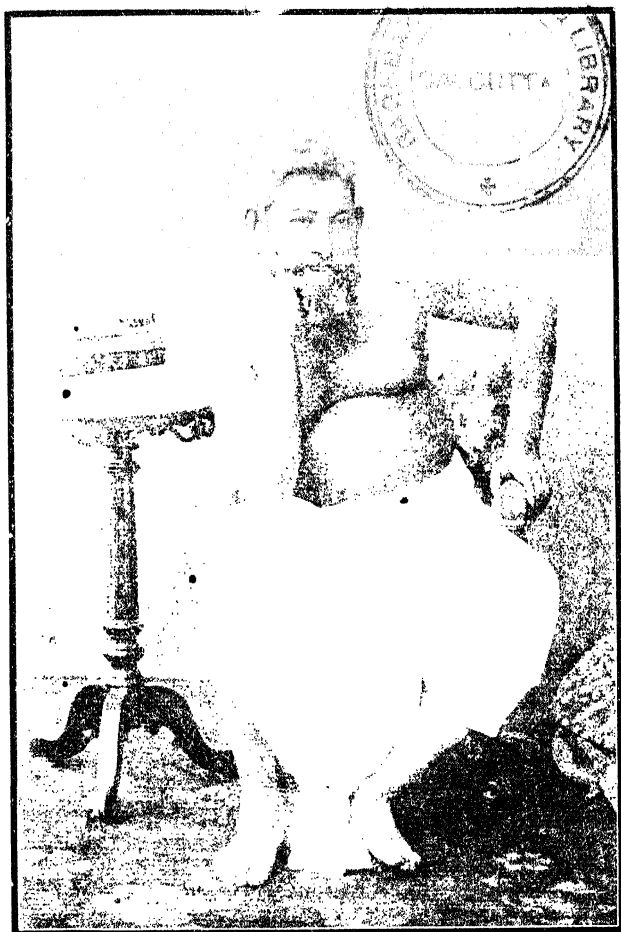
পুরুষ

আবু হোসেন	...	বোগ্দাদের জনৈক যুবক।
হারুণ্-অল্-রসিদ	...	বোগ্দাদের কালিফ।
উজীর	...	ঐ মন্ত্রী।
মশুর	...	ঐ ভৃত্য।
গোলাম	...	ঐ ভৃত্য।

ইয়ারগণ, সভাসদ্গণ, বিচার-প্রার্থী পুরুষগণ, জল্লাদ, ইমাম, বৈতালিকগণ, হকিম ও রক্ষিগণ, পাগলগণ, দরবেশগণ, মেওয়াওয়ালা, খোসবোওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রী

রোশেনা	...	হারুণ্-অল্-রসিদের পালিতা কন্যা।
বেগম	...	হারুণ্-অল্-রসিদের স্ত্রী।

আবু হোসেনের মাতা।

দাই	...	বেগমের পরিচারিকা।

নর্ত্তকী ও সখিগণ, বিচার-প্রার্থিনী স্ত্রীদ্বয় ও প্রতিবাসিনিগণ ইত্যাদি।
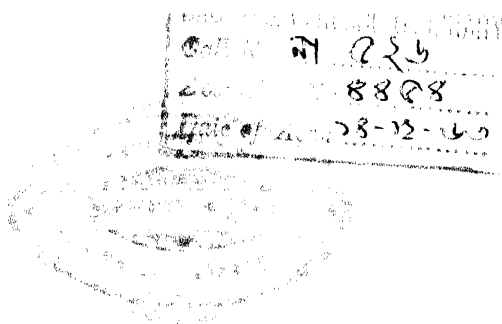
আবু হোসেন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী

আবুহোসেন, ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ।

(গীত)

ভূপালী (মিশ্র)—দাদ্‌রা।

ইয়ারগণ। ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ক্যা রং বেদম্।
আঁখিয়া লালে লাল, নেশা চল্‌তা হায় ঝম্ ঝম্ ঝম্॥
হুইস্কি ডাক্, মৎ দেও ফাঁক্, ঝাঁকে ঝাঁক উড়াও কাক্,
লিজিয়ে পিজিয়ে চম্ চম্ চম্॥

(গীত)

নর্ত্তকীগণ। হেল্‌কে দোল্‌কে ধীরি ধীরি, মার' নয়না-ছুরী,
পিলেনা কিরা মেরি ;
ঝুমে ঝুমে আঁচোরা ঝাঁপ বদনমে,
আজ্ রৌষণ কা দিন, ছোড় দেনা সরম,
পায়েলা বাজে হে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

১ম ইয়ার। ব্রাণ্ডি লে আও।

২য় ইয়ার। হুইস্কি লে আও।

৩য় ইয়ার। কি বাহার, ক্যা মজাদার !

(আবু হোসেনের মাতার প্রবেশ)

আবু-মা। জানি গোল্লায় যাবি, মদ কোথায় পাবি ?
এই নে চাবি, বাক্স খালি।

আবু। বল কি মা ! বাক্স খালি ?
ইয়ার জমায়েত—এদের কি বলি ?
আজ রাতটা মান রেখে কি ক'রে চলি !
এই আংটি বাঁধা দাও, দেখ—টাকা যদি পাও ;
নইলে মাথা কাটা যায়, হায় হায় হায় !
বাক্স খালি, এমন মজার রাত্তির—মদ্ নেই যে ঢালি !

আবু-মা। আ'জ যেন বাঁধা দিবি, কা'ল কোথায় টাকা পাবি ?
এর পর ইয়ার আন্‌বি, মদ্ দিবি, আপনি খাবি,
ওদের দিবি, কাজেই টাকা চা'বি !
তা'র চেয়ে আ'জ বল্—"ওরে ভাই,
আর আমার টাকা নাই,
যদি তোমাদের মদ চাই, টাকা দাও !

আমি আন্‌তে যাই।"

ঘুচ্‌বে বালাই, এরা কি বলে—বুঝ্‌বো তাই।

আবু। আচ্ছা, তাই ব'ল্‌ছি,

যখন টাকা নাই, তখন সম্‌জে চ'লছি।

আবু-মা। বেশ! বেশ! বেশ! বুঝ্‌লি শেষ!

কেউ টাকা দেবে না, তোর মতন ত বোকা না।

আবু। মা, তুমি জান না! আমার দোস্তরা সব দানা,

আমার টাকা নেই, এখন ওরা দেবে খানা,

সরাব কত আস্‌বে, তা'র কি ঠিকানা!

[আবু হোসেনের মাতার প্রস্থান।

ইয়ারগণ। মদ্‌ লে আও,—ব্রাণ্ডি লে আও!

আবু। ওহে ভাই! আমার যা' ছিল, সব গেছে,

এখন যদি মদ্‌ চাও ত, আন্‌তে হয় আংটী বেচে;

প'ড়েছি ভারি প্যাঁচে!

১ম ইয়ার। আরে যাও, ব্রাণ্ডি লে আও, ঠাট্টা রেখে দাও।

আবু। না হে ঠাট্টা নয়, তা'হলে কি দেরি হয়?

এতক্ষণ বোতল আস্‌তো ঝাঁকে ঝাঁকে,

এম্‌নি ক'রে কি থাকে?

আমিত এত দিন চালিয়ে এলুম,

তোমরা এখন চালাও।

টাকা দাও—মদ এনে দিচ্ছি,—খাও।

কি হে তুমি দেবে?

১ম ইয়ার। আমার ভাই শূন্যি রেস্ত, তবে তুমি দোস্ত,

আ'স্‌তে বল, এসে খাই,

টাকা ছা'ড়্‌তে হবে—

এমন ইয়ারকীর মুখে ছাই!

আবু। তুমি কিছু ছাড় না ভাই!

২য় ইয়ার। হাত বাড়ালে ত মস্ত,

আমি গেরস্ত, নাই রেস্ত ফেস্ত,

মদ্‌ আস্‌তো, দু'ঢোক খেতুম—বাস্‌!

আবু। তুমি কি বল?

৩য় ইয়ার। চল হে চল, ইয়ারকী ফুরুলো।

ওঁর বাড়ী, আমি টাকা ছাড়ি,

দোস্তগিরির মুখে ঝাঁটার বাড়ি!

চল, দিই পাড়ি।

[ইয়ারগণের প্রস্থান।

১মা নর্ত্তকী। ওদের তাড়ালে নাকি?

২য়া নর্ত্তকী। ছি! ছি! ওদের ডাকি।

আবু। টাকা নেই, মদ নেই, ডাক্‌বে কি?

৩য়া নর্ত্তকী। টাকা নেই! তবে আমরা কি পাব?

আবু। ভয় নেই—আমি দেবো, দেবো;

এবার যে দিন এ দিক্‌ দে যাবে,

আমি ডেকে দেবো;

তোমাদের টাকা তোম্‌রা কড়ায়-গণ্ডায় পাবে।

২য়া নর্ত্তকী। সে কি?

৩য়া নর্ত্তকী। দেখ্‌ছ কি, ও দম্‌বাজ, সব ফাঁকি।

য়া নর্ত্তকী। ওলো আয় আয়, কাজ নাই বকাবকি।

াবু। এত দোস্তি, এত মাখামাখি,

একদিন দেরী সইল না কি ?
ফিরে এস, টাকা দিচ্ছি, মাকে ডাকি।

১মা নর্ত্তকী। আর কি ঠকি ?

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আবু। ও মা! ও মা! বড় পেয়েছি ঘা,
আর না, দোস্তি ফোস্তি সব ফাঁকি—

(আবুহোসেনের মাতার পুনঃ প্রবেশ)

আবু-মা। তাই ত তোকে বলি,—এখন ঠক্‌লি তবে শিখ্‌লি ;
ওরা মুখের ইয়ার খালি।

(গীত)

গৌরী (মিশ্র)—কাহারবা।

আবু। আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে।
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে, সোণার স্বপন ভেঙ্গে গেছে॥

আবু-মা। খৎ দে নাক্—বালাই যাক্, তুই সুখে থাক্ ;
বেইমানি, ও যাদুমণি, দেখ তুমি মনে বুঝে।

আবু। খাইয়ে দিছি মুখে তুলে, সে সকল কি গেল ভুলে ?

আবু-মা। তুই উদোমাদা, তোর প্রাণ সাদা, ঘুচলো ধাঁধা,
দেখ্‌লি তো কেউ চাইলে না মুলে ;—
সময়ে সকলে সখা, অসময়ে চ'লে গেছে॥

আবু। মা, তবে কি করি ? কখন ত করি নাই চাক্‌রী বাক্‌রী,
আমার সংসার ভারি, কি বল দেখি, উপায় তা'রি ?

আবু-মা। কিসের ভাবনা ? নগদ টাকা গেছে,
জমী জমার আস্‌বে খাজ্‌না ;
ঘরে বসে' কর বাবুয়ানা,

পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খা না !
একটু ভাবিস্ না তুই, ফূর্ত্তি কর্ ষোল আনা।
তবে ওদের আর ঘরে ডেক'না,
ঐটে আমার মানা।

আবু। আবার? আমি কি তেম্নি নচ্ছার !
এই নাক্ মোচ্ড়া—কাণ মোচ্ড়া,
ওদের মুখ যদি দেখি আর !
বেইমানের কি আছে পার ?
এদ্দিন খেলি যার, তা'র কি এই শুধ্লি ধার ?
মা, সে ভাবনা নাই তোমার।

আবু-মা। বটে তো—বটে তো—বটে তো,
বুদ্ধি তো আছে তো ঘটে তো,
জেনেছ চিনেছ এক চোটে তো !

আবু। তবে কি জানো ?

আবু-মা। ও আবার কি কথা আনো' ?

আবু। আমি একলা পারি নি খেতে,
কারু সঙ্গে কথা না কইলে, আমার ঘুম হয় না রেতে ;
তাই ভাব্চি, আমি দাঁড়িয়ে থাক্বো পথে,
বিদেশী যারে দেখ্বো যেতে,
এ সহরের নয়, সহরের পায়ে গড় !
বিদেশী যারে দেখ্বো যেতে,
নিয়ে আস্বো সাথে,
ধুম-ধাম ক'র্বো না, যা জোটে তা' দেব পাতে।

আবু-মা। ক্ষতি নাই তাতে।

আবু। তবে যাই, যদি কাকেও পাই।

আবু-মা। দেখ, আর জুটিও না ও সব বালাই।

আবু। আর বেইমানদের মুখ চাই!

[আবু হোসেনের প্রস্থান।

আবু-মা। যদ্দিন থাকি, ঘর দোর সব পরিষ্কার রাখি ;
খরচ করে বেজায়, দু'হাতে ওড়ায় যা পায়,
বাড়াবাড়িটা চেপে যায়, তা' হ'লে ওরে কে পায়,
স্বচ্ছন্দে ব'সে খা না কেন, পা দিয়ে পায়।

(আবু হোসেন ও ছদ্মবেশী হারুণ-অল্-রসিদের প্রবেশ)

আবু। মা, মা! চাই যা', ঘর থেকে বেরুতেই তা'।

(গীত)

কালাংড়া—দাদ্‌রা।

আবু। বহুত দানাদার মিলা মুসাফীর।

আবু-মা। আরে কাঁহা মুসাফীর—আরে ক্যায়সা মুসাফীর!

আবু। হিঁয়া দানাদার দেখ মুসাফীর।

হারুণ। দৌলতখানা মে ময় হাজির হুঁ ময় নোয়াওয়ে শির।

আবু-মা। আমীরকা বাচ্ছা, আদ্‌মি আচ্ছা,
বহুত সাঁচ্চা, উমের কাঁচ্চা,

আবু। যব্‌বি বাহার গিয়া, মত্‌লব্‌সে চুন্ লিয়া,

আবু-মা। গরিবখানামে জেরা আইয়ে মিঞা ;

হারুণ। এ আমীরকা ঘর, মেরা লাগ্‌তা ফিকির,

আবু-মা। বহুত মিঠাবাত্ শিখা হ্যায় কর্‌তো জাহির ;

আবু। আ'জ রাতি কো সম্‌জে গা দোস্তগির॥

আবু। মা, আমি খানিক ক্ষণ করি জান পছানা,
তুমি তৈয়ারি কর খানা, জল্‌দি আন্‌না।

আবু-মা। খানা তো তৈয়ারি।

আবু। কি, কি, কি—পেকিয়েছ কি, কি ?

আবু-মা। বেশ্ তোফা সরু বানাম,

আর প্যাজ দিয়ে মুরগীর ছালাম।

আবু। বেশ! বেশ! বেশ!

আবু-মা। আর বড় বড় গুগলির ভর্ত্তা,

আর ব্যায়গুণ কা কোপ্তা,

গুঁড়ো মচ্‌লীর কাবাব ;

আর এনেছিলাম বকরীর খুর একপাব,

তারি চাট্‌নী পেকিয়েছি।

আবু। তোফা, তোফা, তোফা! তবে নিয়ে এস!

আবু-মা। তোমরা মেজে গিয়ে ব'সো।

[আবু হোসেনের মাতার প্রস্থান।

আবু। আস্থন, বস্থন সদাগর! এ আপনার ঘর।

আপনার চাকর বস্থক ফাঁকে,

ডেকে মাকে দু'ডিস্ দিচ্ছি তা'কে।

খাব খালি খালি,

কি ব'লো সদাগর, একটু সরাব ঢালি ?

দু'বোতল লুকনো ছিল, একটু ঢালা যাক,

কি বলো, কি বলো ?

হারুণ। সে ত আচ্ছাই হ'লো—সে ত আচ্ছাই হ'লো।

এ দোস্তি হরদিন থাক্‌বে তো ?

আবু। না ভাই, আজ রাত্তিরের মত।

আমি বড্ডো দাগা পেয়েছি, তবে যে বেঁচে আছি,

সে কেবল খোদার মেহের বাণী।

হারুণ। আমি তো শুনলুম—সে সব কাহিনী।

আবু। এবার ঠেকে শিখে হ'য়েছি পোক্ত,
দিব্যি ক'রেছি শক্ত,
একদিন বই আর কারুর সঙ্গে মিশ্‌বো না,
আমার মায়ের মানা।

(খাবার লইয়া আবুহোসেনের মাতার পুনঃ প্রবেশ)

আবু-মা। এই খাও, মোটা ক'রে ছ'গেলাস নাও,
একটু বক্‌রীর ঠ্যাং টাকনা দাও,
আগে একটু মুখে দাও মছলীর কাবাব,
তা'র পর বক্ত পার খাও সরাব।

আবু। মা! তুমি যাও বাইরে, এক গোলাম ব'সে, তা'রে কিছু দাও।

[আবুহোসেনের মাতার প্রস্থান।

হারুণ। আচ্ছা, তুমি কি আর বন্ধুত্ব ক'র্‌বে না?

আবু। না, প্রাণে বড্ডো পেয়েছি ঘা।

হারুণ। তুমি যে ভাই এত যত্ন ক'র্‌লে,
খাওয়ালে দাওয়ালে—

আবু। দেখ্‌ছি তুমি বড় আচ্ছা মানুষ।
যদি ফিরে না খেতুম, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্‌তুম।

হারুণ। সে ভাই, আমার বক্ত। কিন্তু মোফৎ তুমি এত আদর ক'র্‌লে,
তোমার যদি কিছু উপকার ক'র্‌তে পার্‌তুম তো ক'র্‌তুম।

আবু। আমার আর কি উপকার ক'র্‌বে?
মা আর ছাঁয়, যা আছে তা'তে চ'লে যায়।
রোজ একজন ক'রে অতিথ আন্‌বো ধ'রে,
খানিক রাত কেটে যাবে সোর সারে।

তা'র পর দিন কতক গেলে,
চলে যা'ব মক্কায়।

হারুণ। তোমার কি কোন সাধ নাই?

আবু। এক রকম নাই বই কি, নাই,
তবে কি জানো, আমার বড় হাই—
একদিন যদি বাদ্‌সাইটা পাই,
তো হুকুম চালাই,
কেমন বদ্‌মায়েস ইমাম বুঝে নিই তাই।

হারুণ। কোন্ ইমাম? কোথায় থাকে?

আবু। ঐ যে দরিয়ার বাঁকে, দরগা রাখে,
যে যায় তা'রে ডাকে, আর ফাঁকি দেয় যা'কে তা'কে।
একবার মা'কে ঠকিয়ে দু' টাকা নিয়েছিল;
পেলে একবার, কোড়ার চোটে, ঘোরাই পাকে পাকে,
বলি, "কেমন, এখন হলো?"

হারুণ। কার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে বলো?

আবু। আর ঠাট্টা কেন? একটু মদ ঢাল,
খেয়ে ঘুমাই গে চলো।

হারুণ। তুমি এক পেয়ালা নাও, আমায় এক পেয়ালা দাও।

(আবুহোসেনের অজ্ঞাতসারে অহিফেন মিশ্রিত করিয়া মদ্য প্রদান)

আবু। (পান করিয়া) বহুৎ আচ্ছা! তোম বড়া আদমী সাঁচ্চা!
এ পেয়ালা বড়া মজাদার, ঘুম আস্‌ছে আমার,
ফরাসের উপরই শুই, উঠ্‌তে পারি নে আর। (শয়ন)

হারুণ। (নেপথ্যে গোলামের প্রতি) শোন—

(গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। হাজের বান্দা।

হারুণ। একে তোল।

গোলাম। যো হুকুম, রসুল।

[আবুহোসেনকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

(দরবেশগণের প্রবেশ)

গীত।

খাম্বাজ (মিশ্র)—কাহারবা।

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কো সাঁচ্চা রাখো জী,
হাঁজি হাঁজি ক'র্‌তে রহো, দুনিয়াদারী দেখো জী।
যব্ যেসা তব তেয়্সা হোয়ে, সদা মগন মে রহে না জী,
মট্টি মে ইয়া বদন বনি হ্যায়, ইয়াদ হরদম রাখ না জী।
যব্ তক্ সেকো ফরাক্ রহো ভাই, যিস্ যিস্ কাম্‌মে মানা জী,
কেয়া জানে কব্ দম ছুটে গা, উস্‌কা নেহি ঠিকানা জী।
দুস্‌মন তেরা সাথ ফির্‌তা, দেখো ভাই সব সকো জী,
দুস্‌মন্‌সে বাঁচানে-ওয়ালে, উন বিন হ্যায় নেই কো জী॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হারুণ-অল-রসিদের বাটী।

(আবু হোসেন নিদ্রিত—হারুণ-অল্ রসিদ ও উজীরের প্রবেশ)

হারুণ। শোন উজির, আজ আমি এক তামাসা ক'র্‌বো। ওই

যারে এনেছি, আমার পোষাক পরিয়েছি, ও বড় মজার লোক। আমি কা'ল যখন ছদ্মবেশে সহর ভ্রমণ ক'র্‌তে যাই, ওর সঙ্গে পথে দেখা হয়, ও একদিন বাদ্‌শাই চায়। আমি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌ব—আজ ওকে বাদ্‌শাই দেব। জাগ্‌লে পর বাদ্‌শা ব'লে ওরে সেলাম দেবে। সকলকে শিখিয়ে দাও, যেন কেউ না হাঁসে ;—সবাই বাদশা ব'লো।

উজীর। জাঁহাপনার হুকুম তামিল হবে।

হারুণ। আমি সরাবের সঙ্গে আফিংএর গুঁড়ো দিয়েছি, তাইতে ঘুমুচ্ছে, এখনি উঠ্‌বে। দাস-দাসীরা যেন কোনরূপে তাচ্ছিল্য করে না। রীতিমত সময়ে দর্‌বারে নিয়ে বসিও। আমার আজ্ঞার মত এর আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে।

উজীর। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা !

হারুণ। এস, আমরা অন্তরাল হ'তে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণ ও রোশেনার প্রবেশ)

(গীত)

নর্ত্তকীগণ। রামকেলী— দাদ্‌রা।

মিল আঁখি চিড়িয়া মিঠি বোলে।
(মিল আঁখি, মিল আঁখি, মিল আঁখি !)
সুবা হুয়া, বহুৎ মিঠি হাওয়া,
ফুল চুম্‌কে পাতি ঝুম্‌কে ধীরি চলে ॥
পূরব লাল, উঠে সোণেকা থাল,
হর রংকা গুল্‌—দেল্‌ ভরপুর মজ গুল,
আসক সে পৌঁছা হ্যায় মাসুক বুলবুল ;
পিয়া মিলা গোলাব হাসকে দোলে ॥

আবু। (নিদ্রাভঙ্গে) ও মা, শীগ্‌গির এস—আমার কাছে ব'সো। আমায় পরীতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দেখ্‌ছি ত নিয়ে এসেছে; কি হবে? হায়, হায়, হায়!

নর্ত্তকীগণ। গীত।

পিলু—বাঁরোয়া।

দেল্‌কা রৌষণ পিও পিয়ালা,
যে সা লালী আঁখি, লালী সরাব ওসা ঢালা সাকি,
জেরা মজেমে কর্‌না খেলা॥
গুল্ল সরাবিয়া লেকে সাকি আয়া, আঁধারি রাতি সো চলা গিয়া,
জেরা মজেমে কল্পনা খেলা।
সোণেকা রোসণি সুরজ ঢালে, নয়না মিলা, দেলকা ছায়ী চলে,
রৌসণি মে রোসণী মিলে, হোয়ে রৌষিণীকো মেলা।
সুরথ সুরথ সরাপ পি লেও, আঁখি মিল হোয়ে রোষণীকা মেলা॥

আবু। ঘুমের ঘোর এখনও ছাড়ে নি, এমন স্বপ্নও কখন দেখিনি, আর খানিক ঘুমুই।

নর্ত্তকীগণ। জেগেছে, জেগেছে!

নর্ত্তকীগণ। গীত

কাফি (মিশ্র)—দাদ্‌রা।

জুট্‌লো অলি ফুট্‌লো কত ফুল।
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল॥
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরছে শিশির, (যেন) সোণায় গাঁথা মালা মতির,
পাখীর তানে প্রাণে হাসে তীর;—
আকাশে উষা হাসে জলে কমলকুল॥

আবু। আহা! মরি মরি! স্বপ্নের গান কি সুমিষ্ট! স্বপ্নের যেমন চেহারা, তেম্‌নি ঘর, তেম্‌নি পোষাক, তেম্‌নি বিছানা, তেম্‌নি গান! স্বপ্নটা যদি সত্যি হ'তো আর সত্যিটা যদি স্বপ্ন হ'তো, তা' হ'লে মজা মেরে দে ছিলুম।

(মশুরের প্রবেশ)

মশুর। জাঁহাপনা! গা তুলুন, প্রভাত হ'য়েছে। ঈশ্বর উপাসনার সময় উপস্থিত। জাঁহাপনা! গা তুলুন।

(বৈতালিকের প্রবেশ)

(গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

রুচির জ্যোতি কনক কিরণ, গগনে নব রবি সচেতন,
রঞ্জিত রাগে, দশদিশি জাগে, অনুরাগে পাখী ডাকিছে মানবে।
ধীর মধুর পবন-পরশে, কহে মৃদু মৃদু মাতো প্রেমরসে,
হের কুতুহলে পূজে স্থলে জলে, অলসে কেন র'য়েছ নীরবে॥
বনরাজি সাজি কুসুমহারে, প্রেমবারি ঝরে শিশির-ধারে,
গৌরব-রব বহে সৌরভ, আমোদ-মদ উথলে উৎসবে॥
সুন্দর প্রাণে সুন্দর মাখি, সুন্দর শোভা হের মেল আঁখি,
নেহার আদরে, পরম সুন্দরে, সুন্দর শোভা সুবিকাশ ভবে॥

[বৈতালিকের প্রস্থান।

আবু। স্বপ্নে ত সব দেখছি, জাঁহাপনা কোথায়?

মশুর। বাদসানন্দ্‌! আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না। দর্‌বারের সময় হ'য়ে এলো। সভায় আমীর-ওমরা সব এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

আবু। ইস্‌! এখনও গাঢ় নিদ্রা, সেই স্বপ্ন!

মশুর। বাদসানন্দ্‌, গাত্রোত্থান করুন।

আবু। তাই তো, হায়, হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো! আমায় জিনিতে উড়িয়ে এনেছে। এই যে, এই যে সব পরী, এই সব পরীস্থল! গরীবের বাছা—গেলুম! দোহাই বাবা কালা দেও! আমার গর্দ্দান নিও না বাবা! আমায় বাড়ী রেখে এস, আমি এক জোড়া উট দেবো।

মশুর। জাঁহাপনা! এ কি নূতন কৌতুক ক'র্‌ছেন?

আবু। বাবা কালা দেও! সাফ্ কথা বল, এ রকম কি বাবা? মদ খেয়ে বাবা ঢের ঢের ঘুমিয়েছি, এমন ঘুম দেখি নি, আর এমন স্বপ্নও কখন দেখি নি!

মশুর। জাঁহাপনা! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

আবু। বাবা কালাদানা! তোমাদের দেশে কি জাঁহাপনা' ব'লে জবাই করে?

মশুর। জনাব! এ কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন?

আবু। হ্যাঁ বাবা কালাদানা! এ কি, জবাই ক'র্‌বেই!

মশুর। জনাব, যদি অধীনকে কৌতুক করা আপনার অভিপ্রায় হয়—

আবু। জনাব! যদি অধীনকে কাবাব করা আপনার অভিপ্রায় হয়, তো অনুগ্রহ ক'রে একবার আমার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনুন।

মশুর। অধীনের প্রতি এরূপ বিড়ম্বনা!

আবু। কালাদানা! ঠিক্ আজ্ঞা ক'রেছেন; আর অধিক বিড়ম্বনা কেন? বাবা, দোহাই কালাদানা! মো'ষ, পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া, উট, হাতী, যা' চাও বাবা, আমি বাড়ী-ঘর-দো'র বেচে দেবো। আমায় ছেড়ে দাও। বলি, বাবা, কথা ক'চ্ছ না যে?

মশুর। জনাব!

আবু। বাবা কালাদানা! তুমি জনাব, জাঁহাপনা প্রভৃতি বচন ছাড়। দু'টো একটা গা'ল মন্দ কর যে, ধা'ত্ পাই! গলায় ত ছুরী দেবেই,

তা সাদা রকম ছুরী দাও! জনাবী ছুরী ছেড়ে দাও! কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে কেন? ওগো পরীরে! তোমাদের পায়ে পড়ি, যা' হয় কৃপা ক'রে একটা রকম হুকুম হো'ক! মো'ষ, পাঁঠা নিয়ে কি ছা'ড়্‌বে? না, নেহাত্ জবাই ক'র্‌বে?

নর্ত্তকীগণ। খামিন! কি রকম আজ্ঞা ক'র্‌ছেন?

আবু। আর রকম কি! প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছি।

মশুর। হুজুর! পরিহাস পরিত্যাগ ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়। সভাস্থ সকলেই অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

আবু। না, এ স্বপ্ন বটে! এখনও ঘোর ভাঙ্গে নাই।

মশুর। জনাব! কি আজ্ঞা হয়?

আবু। আমি নেহাত জনাব? ঘুমিয়ে কি জেগে, বাবা, দেখি দাঁড়াও। স্বপ্ন হয়, তা'ও বুঝ্‌তে পা'র্‌বো আর স্বপ্ন না হয়, তোমার দাঁতের ধারটাও মালুম হ'বে। এস, এস—কাণ থেকে এক গরাস নাও—এস, কামড়াও কামড়াও—

মশুর। জনাব! কি ব'ল্‌ছেন?

আবু। বলি, আমি তো জনাব?—আমার কথা রেখে এক কামড় কামড়ে দেখ। পান্নাজান্ না নীলপরী! তুমিও এ পাশ থেকে একটা ছোবল দাও।

রোশেনা। আজ্ঞে!

আবু। আর আজ্ঞে না—এস এস, আমি ভাবটা বুঝি। (রোশেনা কর্ত্তৃক দংশন) ওহো হো! ছাড়, ছাড়, ছাড়! এক রকম বোঝা গেল—স্বপ্ন যদি হয়, খুব দাঁতালো স্বপ্ন বটে!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। জাঁহাপনা! সভায় সকলে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

আবু। এ আবার কি মূর্ত্তি বাবা! ওহে ফর্সা দেও! কালাদেওকে

তো সাধাসাধি ক'রলুম, কিছু ব'ল্‌লে না ; তুমি কিছু ব্যক্ত ক'র্‌বে ? জবাই কর আর যা' কর বাবা ! সাদা প্রাণে আর ধোঁকা দিও না—একটা স্পষ্ট কথা ব'লে ফেল। আমি আবু হোসেন। আমায় জনাব, খামিন, জাঁহাপনা—এ সব বাক্যি কেন বাবা ? আর এ বাদ্‌শা'র ঘরে ফেলে এত কুর্ণিশের কারণটা কি ? বাবা, দেও ছেড়ে দিয়েছ—পরী ছেড়ে দিয়েছ !

উজীর। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ! দুর্জ্জন-দমন ! সুজন-পালন ! ধর্ম্মের সেনাপতি ! অধীনের সহিত আজ এ কিরূপ কৌতুক ?

আবু। আচ্ছা বাবা ! খুব তো ছড়া আওড়ালে ! যা' থাকে কুল কপালে, আমি এক চা'ল চেলে নিই। স্বপ্নই হো'ক আর সত্যিই হো'ক্‌, একবার বদ্‌শাইগিরি চালি। তুমি তো উজীর ?

উজীর। জনাব, বান্দা হাজির।

আবু। চল, দরবারে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ, বিচার-প্রার্থী পুরুষ ও স্ত্রীগণ

(বৈতালিকগণের প্রবেশ)

বৈতালিকগণ। (গীত)

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

দুর্জ্জন সভয় মন, অভয় সুজনে।
কুরঙ্গ ভ্রমিছে রঙ্গে কেশরীর সনে ॥

ফলে-ফুলে মনোহরা, সুজলা শ্যামলা ধরা,
নাহি পাপ নাহি তাপ ধর্ম্মের শাসনে ॥

[বৈতালিকগণের প্রস্থান।

১ম সভা। তোমরা গোলমাল ক'র না। বাদশানন্দ্ এসে এখনি তোমাদের বিচার ক'র্‌বেন।

(বাদ্‌শা-বেশী আবু হোসেনের প্রবেশ)

আবু। উজীর! বাঁকের দরগার ইমামকে নিয়ে এস। আর তা'র সঙ্গে যা'রে পাও, তারে ধ'রে নিয়ে এস।

সভাসদ্। ধর্ম্ম-অবতার! এ উভয়ের আর্‌জী শুন্‌তে আজ্ঞা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছি নি। হুজুর যেরূপ হয়, বিচার করুন।

আবু। কি আর্‌জী শুনি।

১ম লোক। ধর্ম্ম-অবতার! এ আমার চাকর ছিল; বাক্স ভেঙ্গে যথা-সর্ব্বস্ব চুরী ক'রে নিয়ে পালায়। আজ প্রাতে আমি একে এই সহরে ধ'রেছি।

২য় লোক। ধর্ম্ম-অবতার! এই বেইমানের কথা শুন্‌বেন না। এ আমার চাকর ছিল, যথাসর্ব্বস্ব ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একে আমি ধ'রেছি।

আবু। বটে! জল্লাদকে ডাক।

(জল্লাদের প্রবেশ)

জল্লাদ। জাহাপনা! হাজির।

আবু। এদের দু'জনকেই গর্দ্দান নীচু ক'রে দাঁড় করাও। (জল্লাদের তদ্রূপ করণ) ঐ চাকর ব্যাটার মাথা কাট।

১ম লোক। আজ্ঞে, আমি নয়।

আবু। আমার বিচারে তুমি চাকর। উজীর! একে কারাগারে দিও, আর এর যা' ধন-সম্পত্তি আছে, বেচে এই ব্যক্তিকে দাও।

[রক্ষিসহ উভয়ের প্রস্থান।

সভাসদ্। ধর্ম্ম-অবতার! আর এক আর্‌জী। এ ব্যক্তি ব'ল্‌ছে, "আমি মক্কায় যা'বার সময়, আমার বন্ধুর কাছে যথাসর্ব্বস্ব বেচে দু' হাজার আসরফী রেখে যাই! ফিরে এসে চাওয়াতে ওর বন্ধু ব'ল্লে যে, সে কি কথা বন্ধু? আমি তোমার কাছে আস্‌রফী রেখে মক্কায় গিয়েছিলেম, তুমি আমার সেই আস্‌রফী দাও।"

আবু। কেমন, তুমি আস্‌রফী রেখেছিলে?

১ম লোক। হাঁ্যা, ধর্ম্ম-অবতার!

আবু। তোমার কি কথা?

২য় লোক। আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার! ওরে মিছে কথা। আমিই অস্‌রফী রেখে মক্কায় যাই

আবু। তোমাদের কা'র কি আছে?

১ম লোক। আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার! আমি মক্কা থেকে আস্‌ছি, আমার আর কি আছে?

আবু। তোমার কি আছে?

২য় লোক। আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার! কি আছে? আমিও মক্কা থেকে আস্‌ছি।

আবু। উজীর! এদের দু'জনকে নিয়ে গর্দ্দান নাও; কিন্তু এর ভিতর যদি কেউ পাঁচ শ আস্‌রফী দিতে পারে, তা'রে মাপ কর।

১ম লোক। হা অদেষ্ট! আমি ধনে-প্রাণে গেলুম!

২য় লোক। আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার! আমি পাঁচ শ আস্‌রফী দেবো, আমার গর্দ্দান মাপ হয়।

আবু। উজীর! যদি দু'হাজার আস্‌রফী এ ব্যক্তি দেয়, তবে এর প্রাণ

রক্ষা হবে ; নচেৎ এর গর্দ্দান নিও, আর সেই দু'হাজার আস্‌রফী এ ব্যক্তিকে দিও।

২য় লোক। হা অদেষ্ট! ধনে-প্রাণে গেলুম!

[রক্ষিসহ উভয়ের প্রস্থান।

সভাসদ্‌। হুজুর! এ দু'জনেই ব'লছে, আমরা পর্দ্দানসিন্‌ ; দু'জনেই ব'লছে, এমাম বক্‌স আমার স্বামী আজ মারা গিয়েছে। আর পরস্পর এ ওকে দোষ দিচ্ছে যে, এ বেশ্যা ;—ও ব'লছে ও বেশ্যা ; এ ব'লছে, আমার স্বামীর ধন, আমি অধিকারিণী ;—ও ব'ল্‌ছে আমার স্বামীর ধন, আমি অধিকারিণী।

আবু। দু'জনকে সাত সাত খসম দাও ;—নিয়ে যাও।

১মা স্ত্রী। হুজুর! ধর্ম্ম-অবতার! আমায় ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হয়, আমি ও ধন-সম্পত্তি কিছুই চাই না।

আবু। উজীর! এরই স্বামী। এরেই যথাসর্ব্বস্ব বিষয়ের অধিকার দাও। আর এ বেশ্যা। [রক্ষিসহ উভয়ের প্রস্থান।

(ইমামকে লইয়া রক্ষিগণের প্রবেশ)

ইমাম। দোহাই হুজুরের! দোহাই হুজুরের! আমি ফকীর, আমি চোর নই, আমি ফকীর।

আবু। এরে পঁচিশ কোড়া লাগাও।

[ইমামকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান।

(বৈতালিকগণের পুনঃ প্রবেশ)

বৈতালিকগণ। (গীত)

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

প্রখর রবির কর ব্যাপিল ভুবন।
করিছে কমলদল রবিচ্ছবি আলিঙ্গন॥

অনিল বহে অনল, ছায়াহীন স্থল-জল,
কুলায় লুকায় পাখী, স্পন্দহীন তরুগণ ॥

আবু। চল, সভা ভঙ্গ হো'ক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

সখিগণ ও রোশেনা।

সখিগণ (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মন গরমে উঠে সুখ যামিনী।
কেমনে একাকিনী রহে কামিনী ॥
দুলে ফুলে ফুলে কত সোহাগ করে,
রেণু ছুড়ে মারে আদরে লো—
কুহু স্বরে মান রাখতে নারে মানিনী ॥

(অবুহোসেনের প্রবেশ)

আবু। সুন্দরি! তুমি কে? তুমি কি যথার্থই মানবী, না কোন স্বর্গ-মহিলা, আমায় কৃপা ক'রে দর্শন দিয়াছেন?

রোশেনা। জাঁহাপনা! আমি আপনার বাঁদী।

আবু। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী!

(গীত)

পিলু-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

চাও চাও, বদন তোলো, কথা কও মুচকি হেসে,

দেখনা প্রাণ ব্যকুল হ'লো।

দেখি হে দুটি আঁখি, হৃদয়ে এঁকে রাখি,

দিয়েছ প্রাণে ফাঁকি, আর কি বাকি আছে বলো॥

রোশেনা। (গীত)

সাহানা মিশ্র—একতালা।

তুমি শিখেছ কত ছলনা।

ভাল ভুলা'তে জান' ললনা॥

মজেছি মজিব মজিতে ধাই,

কেমনে পোড়া মন ফিরাই ;—

ভুলেছি ভুলিব, শেষে অযতনে কত কাঁদিব,

ভাবি তাই মন, মনোমত মম হ'লো না॥

সখিগণ। (গীত)

লুম-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কে কারে জিনে দু'জনে সমান।

মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়নে বাণ॥

মেতেছে ঘোর সমরে, না জানি কে কারে ধরে,

বুঝি ধরাধরি হয় পরস্পরে ;—

ছলে বল হবে খাট, প্রাণে বাঁধা পড়্‌বে প্রাণ॥

রোশেনা। (গীত)

বেহাগ—দাদ্‌রা।

কি কর কি কর, ধর ধর, তনু জর জর,

মজা'তে মজিনু টুটিল মান।

একি অবিচার, জিনে বল' হার,
মাগি পরিহার, কত সব আর,
মন-প্রাণ করি চরণে দান,
ভাল ভুলালে, ভাল জান ছলা-ভাণ !

সখিগণ। রণ হলো অবসান ॥

রোশেনা। খামিন ! এ অতি উত্তম সরাপ, পান করুন।

আবু। সুন্দরি, তুমি যা দেবে, তাই উৎকৃষ্ট। (রোশেনার অহিফেন-মিশ্রিত মদ্য গ্রহণান্তর পান করিয়া) সুন্দরি ! আমার কাছে ব'স। আমার নেশা হয় নি—ঘুমুচ্ছিনি—কাছে এস—(নিদ্রাভিভূত হওন)

(গোলামসহ হারুণ-অল-রসিদের প্রবেশ)

হারুণ। ওর সেই আপনার বেশ পরিয়ে ওর বাড়ীতে রেখে এস। আজ সকালে উঠে যেমন চমৎকৃত হ'য়েছিল, কাল'ও সেইরূপ আপনার বাড়ীতে গিয়ে চমৎকৃত হবে।

[সকলের প্রস্থান।
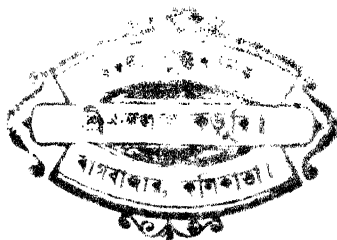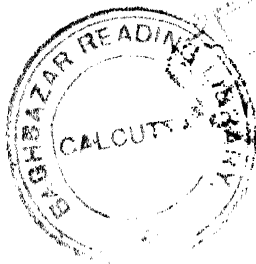
দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবুহোসেনের বাটী

আবুহোসেন নিদ্রিত

(আবুর মাতার প্রবেশ)

আবু-মা। বাবা রে! আবু রে! তুই কোথা ছিলি রে? আমি সারাদিন কা'ল কেঁদে ম'রেছি। ওঠ বাবা! বেলা হ'য়েছে।

আবু। এ কি, বাবা! আবার সেই বকেয়া আওয়াজ যে! আওয়াজ হ'তে থাকে হ'ক, আমি তো চোখ চাচ্চি নি। পরিজান গাইবে, রোশেনা গা ঠেল্‌বে, মশুর ডাক্‌বে—"জনাব! হুজুর? জাঁহাপনা" তবে ছাড়ূচি বিছানা!

আবু-মা। ও বাবা, ওঠ্!

আবু। ভ্যান্ ভ্যান্ করিস্ নি ব'ল্‌চি, ঘুম ভেঙ্গে যাচ্চে।

আবু-মা। ওঠো না বাবা! বেলা হ'য়ে যাচ্ছে যে!

আবু। পরিজান! পরিজান! গান ধর, আমার ঘুম ভেঙ্গে আস্‌ছে।

আবু-মা। কি বল্‌ছ বাবা?

আবু। আজ সকালে এ কি বালাই? কি বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখা দিলে! উজীর! উজীর!—

আবু-মা। ও কিরে! ও আবু! ও বাবা। ও কি ব'লচ?

আবু। এ বড় বেজুত লাগ্‌লো! চোখ চেয়ে ফেলি, স্বপ্ন ছুটে যাক্। এই ত চোখ চাইলুম, এ কি বিপত্তি!

আবু-মা। কি বাবা! অমন ক'চ্ছো কেন বাবা?

আবু। চোপরাও। উজীর, এস্‌কো পাকড়াও,—যাদু কিয়া!

আবু-মা। ও বাবা! ও চাঁদ!

আবু। ত্থাখ্‌—মা'র খাবি ব'ল্‌ছি, স'রে দাঁড়া।

আবু-মা। ও বাবা! আমি যে তোমার মা, চিন্‌তে পাচ্ছ না?

আবু। কি, তুই বাদসার মা? তুই ডা'ন, আমায় কোথায় উড়িয়ে দিলি বল্? বল—শীগ্‌গির বল্ ব'ল্‌ছি, তা না হ'লে এখনি তোর গর্দ্দান নেবো। যদি ভাল চা'স্ তো একে একে সব নিয়ে আয়—আমার বাড়ী নিয়ে আয়, পোষাক নিয়ে আয়, পরিজান নিয়ে আয়, রোশেনা নিয়ে আয়।

(গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ— দাদ্‌রা

কাঁহা মেরা রোশেনা জান।
দেল্ পেয়ারা বিন্ মেরা আঁধার মোকান।

আবু-মা। কাঁহা গিয়া? তু মে যাদু কিয়া, মুঝে দাগা দিয়া,
শোন্ বাত্ শোন্, ছাড় তেরা লেড়্‌কাপন,
তেরা রোশেনা কাঁহা বেইমান?

আবু-মা। ওগো, আবুর কি হ'লো গো!—

আবু। ত্থাখ্‌, জবাব যদি না ব'ল্‌বি ত দেখ্‌তে পাবি মজা!

(কয়েক জন প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

১মা প্রতি। ওগো, কিগো,—তোমাদের বাড়ী গোলমাল কিসের ?

আবু। কোতয়াল! কোতয়াল! এদের সব নিয়ে যাও; কোতল কর।

২য়া প্রতি। আহা! সরাব খেয়ে খেয়ে পাগল হ'য়ে গিয়েছে।

আবু। বটে রে পাজি! ডাইনের ঝাড়! বেরো, আমার সাম্‌নে থেকে! উজীর, উজীর—

আবু-মা। ওগো আমার কি হবে গো!—আমার ছেলে এমন হ'ল কেন গো!

(হকিম ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

হকিম। পাগল হ'য়ে গিয়েছে, চিকিৎসা ক'রতে হ'বে।

আবু। বাঁধো এস্‌কো।

৩য়া প্রতি। ওগো আবুর মা, এই হকিম সাহেবকে তোমার ছেলে দাও। এ ঘোর উন্মাদ।

আবু-মা। দোহাই হকিম সাহেব!—আমার ছেলের কি হবে ?

১মা প্রতি। হকিম সাহেব! আপনি কারুর কথা শুন্‌বেন না; নিয়ে যান্‌।

আবু-মা। বাবা, আমার ছেলেটী ভাল হবে তো ?

আবু। তবে রে পাজি বেটা-বেটীরা!

হকিম। বাঁধ এস্‌কো।

[রক্ষিগণের ধৃত করণ।

আবু। বাঁধ এস্‌কো! উজীর, উজীর!—

হকিম। এই উজীর আ'সছে। (আবুহোসেনকে প্রহার করণ)

আবু। ও বাবা! এ আচ্ছা ভোল ফিরুলে তো ?

আবু-মা। ও বাবা, কোথা নিয়ে যা'চ্ছো ?

২য়া প্রতি। দূর খ্যাকা মাগী। ছেলে ভাল হ'বে, কোথা নিয়ে যা'চ্ছো!

আবু-মা। না বাবা, আমার ছেলে ছেড়ে দাও! না বাবা, আমার ছেলে ছেড়ে দাও!—

আবু। উজীর, উজীর!—

হকিম। এই যে উজীর আস্‌ছে। (পুনর্ব্বার প্রহার করন)

আবু। ও বাপ্‌রে, বাপ্‌রে, বাপ্‌রে! এ কি বাদ্‌শাই রে বাবা!

হকিম। চল্, আরও বাদ্‌শাই দেখ্‌বি চল্।

[আবুকে বন্ধন করিয়া লইয়া হকিম ও রক্ষিগণের প্রস্থান।

আবু-মা। ও বাপ্‌রে—আমার কি হ'লো,—ও বাপ্‌রে—আমার কি হ'লো!

৩য়া প্রতি। ন্যাকা মাগী!

১মা প্রতি। চল, আহা, ওকে বাড়ী নিয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাগ্‌লা গারদ

পাগল ও রক্ষকগণ

১ম পাগল। আমায় কারাবদ্ধ ক'রে রাখেন, রাখুন; কিন্তু, এই যে সঙ্গীতটি রচনা ক'রেছি, এইটি বাদশানন্দের কাছে নিয়ে যান্। তিনি শোন্‌বামাত্রেই তোমায় তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেবেন।

১ম রক্ষক। আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যাচ্ছি।

১ম পাগল। কবিতাটি শুনুন্—অতি আশ্চর্য্য কবিতা!

(গীত)

ঝিঁঝিট (মিশ্র)—কাহারবা

রূপ-নদীতে বেয়ে যাও, বল' বদর বদর।

নইলে নাখে-চোকে ঢুকবে পানি, ক'র্‌তে হ'বে হাঁদোর পাঁদোর॥

সদর ঘাটে চ'ড়্‌বে গাড়ী, পা'ল ভরে যাও তাড়াতাড়ি,

উজানে দাও পাড়ি,—

কোসে ভাবের নাড়ী-ভুঁড়ী, এই কবিতার কর' কদর॥

এ। হেতা কবির আদর নেই, এ রাজ্যে কি ভাল হবে?

২য় পাগল। দেখ, নিশ্চয় পৃথিবী ডুব্‌বে। কিন্তু তা'তে কেউ ভয় ক'র না; এক মুটো সোণা আমায় এনে দাও, এখুনি সোণার পৃথিবী সৃজন ক'র্‌ব। সুখে-স্বচ্ছন্দে সেথা থাক্‌তে পা'র্‌বে।

১ম রক্ষক। আচ্ছা আচ্ছা, আ'ন্‌ছি—তুমি যাও।

(আবুহোসেনকে লইয়া হকিম ও রক্ষিগণের প্রবেশ)

হকিম। ওহে! এই বাদশা এসেছেন, এঁরে রাখ।

৩য় পাগল। জনাব! মহাশয়ের নিবাস কি এই সহরেই?

আবু। কি, আমায় চেন না? আমি বাদ্‌শা।

৩য় পাগল। তবে বিচার করুন। দেখুন, বিনা অপরাধে আমায় বেঁধে এনেছে। আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লিখ্‌ছিলেম, একটা কথার জন্ত আট্‌কেছে। যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, অ্যাদ্দিনে সে গোল আমার মিট্‌লো; আমার এই সন্দেহটি ঘুচ্চে না,—আপনার বাপ্‌ আগে জন্মেছেন, কি আপনি আগে জন্মেছেন? কি ব্যাপারখানা বলুন দেখি? ওইটে মিট্‌লেই হয়।

(চতুর্থ পাগলের শয়ন)

২য় রক্ষক। আরে ওঠ্‌ ওঠ্‌,—

৪র্থ পাগল। তুল' না—তুল' না—খবর্‌দার তুল' না!—আমি ডিমে তা

দিচ্ছি, ডিম ফুট্‌লেই উঠ্‌বো। দেখ, আমি হুমো পাখী, ক্ষোপও না, ঠোঁটে ক'রে নিয়ে পাহাড়ে উঠ্‌বো।

৫ম পাগল। ইস্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তো গণনা ক'রে দেখ্‌লেম, কিছুই নির্ণয় ক'র্‌তে পার্‌লেম না; আমি কোথায়—এতো নির্ণয় হ'ল না; বোধ হয়, চাঁদে। ঐ কালো পানাটা যেন আমার মতন; দেখি, গুণে দেখি।

আবু। ও বাবা! এ তো পাগ্‌লা গারদ! আমি ব্যাটাও ত পাগল! ঘুঁটে কুড়ুনীর ব্যাটা সদর নায়েব! কোথা আবুহোসেন, না বাদ্‌শাই চা'ল্ চা'ল্‌ছি! একি ভ্রম ছাখ! এই জাঁহাবাজ কোড়া—রক্ত ঝুজিয়ে প'ড়্‌ছে, এখনও মনে কর্‌ছি—স্বপ্ন! কুর্ণিশ আমার বুদ্ধিকে! আর কিছু না, সেই সওদাগর এসেছিল, সেই ব্যাটাই যাদু ক'রে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দোহাই হকিম সাহেব! আমি, আবুহোসেন, বুঝ্‌তে পেরেছি।

হকিম। দেখ, ফের বাদ্‌শাই চা'ল্‌বে না ত?

আবু। তোমার কোড়া মনে থাক্‌তে আর নয়! এ দাগ ত আর জন্মে মিলুবে না। বাদশাই-ঝোঁক এলেই ঐ কোড়ার বাগে দেখ্‌ছ আর কি? আর নেহাত ঝোঁক্ এলে, ম'শায় ত বাড়ীর কাছেই আছেন, দু'এক কোড়া বাগিয়ে দেবেন।

হকিম। আচ্ছা, এরে ছেড়ে দাও।

[আবুহোসেনের প্রস্থান।

৩য় পাগল। জনাব, যান কোথায়? জনাব, যান কোথায়? জনাব, আমার ঐ কথাটি মীমাংসা করুন,—আপনি আগে জন্মেছেন, কি আপনার বাপ্ আগে?

৫ম পাগল। দেখি, দেখি, একবার গুণে দেখি, একবার গুণে দেখি,—ঐ চাঁদেতেই আছি।

৪র্থ পাগল। তুল' না, তুল' না, ডিম গেঁজে যাবে—ডিম গেঁজে যাবে।

২য় পাগল। ভয় নেই, ভয় নেই,—সোণার পৃথিবী স্থজন ক'র্‌বো।

হকিম। এদের সব খাওয়ার সময় হ'য়েছে, নিয়ে চল।

রক্ষকগণ। চল, চল।

১ম পাগল। ইস্, কবিতা তো শুন্‌লে না!

[পাগলগণকে টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোশেনার কক্ষ

রোশেনা ও সখিগণ

রোশেনা। (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ

দিবা-নিশি মন বিভোরা।

ভুলি যদি মনে করি, আঁধার নেহারি ধরা॥

ভুলেছি আপন ছলে, মজেছি মজা'ব ব'লে,

হারাতে হ'য়েছি হারা, ধরিতে দিয়েছি ধরা॥

১মা সখী। সে কি লো! তুই হ'লি কি? তুই মজা'তে গিয়ে মজ্‌লি নাকি?

রোশেনা। যা ভাই! মিছে পরিহাস করিস্ নি।

১মা সখী। পরিহাস কি লো? তুই যে এক দিনেই ম'জতে ব'সেছিস্। সদাই অন্যমনস্ক, হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলিস্! ও তোর কি হ'ল? তুই কি আবুহোসেনের প্রণয়ে প'ড়্‌লি নাকি? আর ভাই, ভাঁড়াস্‌নি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

রোশেনা। না লো, আমার অসুখ ক'রেছে।

১মা সখী। তা' কি আর দেখ্‌তে পাচ্ছি নি?

সখিগণ। (গীত)

খাম্বাজ (মিশ্র)—দাদ্‌রা

একে লো তোর এ ভরা যৌবন।
রসে ক'রেছে অবশ আবেশে ঢলে নয়ন॥
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে, জোর ক'রেছে নারীর ধাতে,
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,—
ভরা হৃদি, গুরু উরু—বিষম কুলক্ষণ॥

রোশেনা। আমি চল্লুম ভাই! বেগম সাহেবা শুন্‌লে কি ব'ল্‌বে বল দেখি?

১মা সখী। ত্থাখ ভাই, তুই আর আমাদের কাছে গোপন রাখিস্ নি, মনের আগুন মনে রাখিস্ নি,—পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাবি!

রোশেনা। কি আর ব'ল্‌বো!

(গীত)

কামোদ (মিশ্র)—একতালা

কি জানি কি হ'লো প্রাণসই!
মন তো বাঁধিতে নারি, এ যাতনা কারে কই?
নয়ন সাধিল বাদ, সুখ-সাধ অবসাদ,
কি কব লো তবু ওঠে সাধ;—
বিষাদে ভাসি লো সখি, আমি ত আমার নই।

(বেগমের প্রবেশ।)

বেগম। রোশেনা, তুই কি হ'লি? তোর মনে কি দুঃখ উঠেছে, আমায়

বল্। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই; তোকে আমি কন্যা অপেক্ষাও অধিক দেখি। তোর কি হ'য়েছে, আমায় বল্।

রোশেনা। আজ্ঞে, কিছুই ত হয় নি।

বেগম। আমার কাছে প্রতারণা করিস্ নি; আমি তোর মা'র মতন। তুই যা' চা'স, আমার সাধ্য হয়, আমি দেবো,—না হয় বাদ্‌শাকে ব'লে দেওয়াব। পৃথিবীতে যা' তোর ইচ্ছা হয়, তাই দেবো।

রোশেনা। আপনি কৃপাময়ি! বাঁদীর প্রতি আপনার অসীম কৃপা; কিন্তু আপনার চরণ-প্রসাদে আমার ত কিছুই অভাব নেই।

বেগম। আচ্ছা, তুই যা। (সখিগণের প্রতি) হ্যাঁ রে, তোরা কেউ কিছু জানিস্?

রোশেনা। (জনান্তিকে) ও ভাই, বলিস্ নে!

বেগম। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা।

রোশেনা। আজ্ঞে, আমার কিছু হয় নি। আপনি কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন?

বেগম। (সখিগণের প্রতি) কি রে? তোরা দিন রাত্তির এর সঙ্গে থাকিস্, এর মনের কথা কি—ব'ল্‌তে পারিস্?

সখিগণ। (গীত)

আলাইয়া (মিশ্র)—দাদ্‌রা।

একে ঢ'লে পড়ে বামা যৌবন-ভরে।
কে জানে কি যাদু ক'র্‌লে তারে॥
অবলা পেয়ে একাকিনী, মন হরিল কাঁদায়ে কামিনী,
ভাষে প্রকাশিতে নারে অভিমানী,—
কোমল প্রাণে কত সইতে পারে॥

রোশেনা। ছি ছি ছি!

বেগম। আমারও ঐরূপ মনে হয়। ওর প্রণয়-পাত্র কে ব'ল্‌তে পারিস্‌?

রোশেনা। বেগম সাহেব, আমার কিছু হয় নি। আমায় যাদু ক'রেছে; আমার ব্যামো হ'য়েছে।

বেগম। হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। বাদ্‌শা আস্‌ছেন তোরা যা।

[বেগম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(হারুণ-অল-রসীদের প্রবেশ)

হারুণ। হেথা কি রঙ্গে, রঙ্গিণি?

বেগম। তোমার মতন রং ত জানি নি,
আমরা অবলা সঙ্গিনী,—
কাঁরে এনে প্রাণ মজালে এনে দাও এখনি,
নইলে মরে সে রমণী।

হারুণ। বুঝতে নারি, নারীর কেমন প্রাণ!
কখন মরে কখন বাঁচে কখন কিসের কান।

বেগম। কান, পুরুষের যত, নারীর নয়কো তত;

হারুণ। যা' জান কতকমত, তাইতেই বিব্রত!

বেগম। ইস্‌! আ'জ ঠাট্‌ এত? রোশেনা যে মরে!

হারুণ। কি ক'র্‌তে হবে? গোলাম হাজির র'য়েছে যোড় করে।

বেগম। আ'জ যে দেখ্‌ছি, চ'ল্‌চে উঁচু দরে, তোমার কথার প্যাঁচ কে ধরে? চিরদিন ত বাঁধা আছি পায়, তোমার কথার ছটায়।

হারুণ। বটে, বটে, বটে! প্রাণ ফেলেছো ফাঁদে,
এখন ভোলাও কথার ছাঁদে!
এখন তোমার রোশেনার কি হ'লো?

বেগম। ভাল, গোলমালেই ত গেল, ঘরে এস—শুন্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পথ

(আবু হোসেনের প্রবেশ)

আবু। আ'জ আর তো বিদেশী লোক দেখছি নি। যাই, একলাই বাড়ী যাই, গিয়ে খাইগে; সাত জন্ম একলা খাই, সেও ভাল, কিন্তু যদি সে মোসাফের ব্যাটা আসে, আর তার সঙ্গে বাক্য-আলাপ ক'র্‌বো না। ব্যাটা যাদুকর, আমায় যাদু ক'রে আচ্ছা ভুগোন ভুগিয়েছে! ওঃ! এখনও বাবা, পিঠে কোড়ার দাগ। এমনি স্বপন দেখলুম যে, কোড়া খেয়েও বাদ্‌শাই ছুট্‌তে চায় না।

(ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রসীদের প্রবেশ)

এই যে এক জন বিদেশী লোক আ'স্‌ছে। সাহেব! আমার গরীব-খানায় যদি অনুগ্রহ ক'রে তস্‌রিপ আনেন। ওঃ বাবা, এ যে সেই ব্যাটা!

হারুণ। আরে একি আবু মিঞা! খবর আচ্ছা তো?

আবু। অ্যাঁ, কে, কে, কে! কে তোর আবু মিঞা?

হারুণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে; তুমি ব'লেছিলে বটে যে আর দেখা হ'লে কথা কইব না। বাড়ীই নাই নিয়ে যাও, রাস্তায় দু'একটা কথা কইতে হা'ন্‌ কি?

আবু। দোহাই বাবা, হাজার হাজার লোক সহরে আছে, যার ওপর দে হয়, চালান মন্তর ছাড়, আমায় মাপ কর। দোহাই বাবা, আমি একলা মার এক ব্যাটা! কোড়ার দাগ এখনও মিলোয় নি বাবা!

হারুণ। মিঞা সাহেব, একি কথা?

আবু। আর কি কথা—চাক্ষুষ দেখ না? বাবা, পাগ্‌লা গারদে ঠেল্‌লে, আবার ব'লছ একি কথা? পরিজান ছা'ড়লে, মশুর ছা'ড়লে, উজীর ছা'ড়লে,—এখন একটু পথ দেখুন; আমি ভালয় ভালয়, ঘরের ছেলে, ঘরে ফিরি।

হারুণ। কি ব'লছেন? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে?

আবু। বাবা, তুমি না বোঝ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি; দোহাই তোমার, স'রে পড়! তুমি দেওর ওস্তাদ, আমি বুঝে নিয়েছি।

হারুণ। আঃ, ছিঃ বন্ধু!

আবু। আর কাজ কি বাবা বন্ধুত্বে? যা'র পুরু ছাল, তা'র সঙ্গে বন্ধুত্ব কর গে,—যা'র দু'দশ ঘা কোড়ায় এসে যাবে না। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বে একটু কড়া জান চাই।

হারুণ। মশাই, আলাপ না করেন নেই ক'রবেন; আমি ত বিদেশী লোক, আমায় মন্দ বাক্য ব'লবার প্রয়োজন কি? আমি একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে পরম পরিতোষ লাভ ক'রেছিলুম; সেই নিমিত্তই—দেখা হ'লো—আলাপ ক'র্‌ছি। আপনি আমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌লেন, বড় দুঃখের বিষয়।

আবু। ভাবছেন্ বুঝি আমারই সুখের বিষয় হয় নি, হকিমের রক্ষকেরা যে কোড়া ঝেড়েছে, তাতে সুখের বাণ ডেকে গিয়েছে, বাঁধ ছাপিয়ে উঠেছে।

হারুণ। মশাই, আমার সঙ্গে আলাপ করেন আর না করেন,—কি হ'য়েছে, জা'ন্‌তে ইচ্ছে করি।

আবু। আর হবে কি,—হ'বার মতন হ'য়েছে! রাত্তিরে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল,—একদিন পরী-স্থানে বাস! ফের সকালে পাগলা গারদ! ব্যস, কড়ায়-গণ্ডায় শোধ-বোধ!

হারুণ। বলেন কি! আপনাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল?

আবু। দানা গো দানা, তোমার ভাই-বেরাদার! জেনে শুনে ন্যাকা হ'চ্ছো কেন?

হারুণ। আপনি, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়, করুন, কিন্তু আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, যদি আমার সাধ্যমত মহাশয়ের কোন উপকার ক'র্‌তে পারি, তাতে কখন পরাঙ্মুখ হ'ব না। আমি এই সহরে প্রবেশ ক'র্‌বা মাত্র যেরূপ আপনি আমার অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন, সে আমি ইহজন্মে ভুল্‌বো না। মহাশয়, মার্জ্জনা ক'রবেন, আপনার সহিত কথা ক'য়েছি; আমি বিদায় হই। (গমনোদ্যত)

আবু। আচ্ছা মশাই, আপনি ভাবভঙ্গী ক'র্‌ছেন যেন কিছুই জানেন না, কথাটা কি? আর কিছু কি মানস আছে নাকি?

হারুণ। আপনি অহেতু রূঢ় বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌ছেন; আমি দানা নই, দৈত্য নই, ভূত নই, প্রেত নই,—বিদেশী সওদাগর। বুঝলেম, বিদেশী লোককে অপমান করা আপনাদের দেশাচার। এইবার সাবধান হ'য়ে আলাপ ক'র্‌বো। আর কোন অপরিচিতের কথায় ভুলে তার গৃহে অতিথি হ'ব না।

আবু। মশাই, আপনি এমন দুর্ব্বাক্য বলেন? আমি যার বিদেশী লোক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাড়ী নিয়ে যাই!

হারুণ। আজ্ঞে হাঁ, তা যথার্থ কথা; বাড়ীও নিয়ে যান, যথেষ্ট সমাদরও করেন, কিন্তু আবার দেখা হ'লে অপমানের ক্রটি করেন না। আমিও দেশাচার শিখ্‌লেম! যা'র সহিত আলাপ ক'র্‌তে হয়, একদিন আলাপ ক'র্‌বো, পরদিন তিনি যে পথে চলেন, সে পথ দিয়ে চ'ল্‌ব না।

আবু। আচ্ছা, মশাই, সত্যি কিছু জানেন না?

হারুণ। আর কেন মশাই, যথেষ্ট অপমান হ'য়েছে।

আবু। মশাই, রাগ ক'র্‌বেন না। আমি ভ্রান্তি বশতঃ একটা কথা ব'লেছি।

হারুণ। তা' যে আজ্ঞে,—ব'লেছেন—ভালই ক'রেছেন।

আবু। আসুন, আসুন,—আপনি আমার গৃহে আসুন।

হারুণ। না মশাই, আর আপনার সৌজন্যে কাজ নাই।

আবু। মশাই, মার্জ্জনা করুন। আমি পরিহাস ক'র্‌ছিলেম! বলি, দেখি, আপনি সে দিন অত আলাপ ক'র্‌ছিলেন, অমায়িক লোক, আপনার রাগ আছে কিনা, দেখ্‌লুম।

হারুণ। তাই তো বলি, আপনি এমন মহৎ অন্তঃকরণের লোক, আপনি বিদেশীকে সহসা অপমান ক'রবেন?

আবু। আমি পরিহাস ক'র্‌ছিলুম। আপনি রাগ ক'র্‌বেন না বলেই পরিহাস ক'রেছি।

হারুণ। আপনি কোড়ার কথা কি ব'লছিলেন?

আবু। দোহাই মশাই, ও কথা তুল্‌বেন না,—তা' হ'লে আবার আমায় ভূতে পাবে! আমি বিদেশী ফিদেশী মান্‌বো না। আসুন মশাই, একরকম মিট মাট হ'য়ে গেল, আপনি বোগ্‌দাদের আতিথ্য-সৎকারের প্রতি কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌বেন, সে কিছু নয়।

হারুণ। আপনার মস্তিষ্ক কিছু বিচলিত হ'য়েছে, দেখ্‌ছি।

আবু। হাঁ, হাঁ, চল-বেচল সব হয়েছে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।
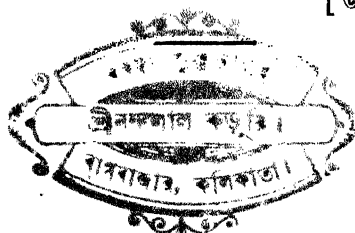
পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জ

রোশেনা ও জনৈক সখী

রোশেনা। ছি ছি এ কেমন, বিফল যতন,
নাহি মানে মন, কেমনে বারি।
স্বপনের প্রায় নিশি-দিন যায়,
কি হবে উপায়, বুঝিতে নারি॥
কভু ভাসি সুখে, কভু কাঁদি দুখে,
নিয়ত সম্মুখে হেরি সে ছবি।
গায় শুক শারী, ঝরে আঁখি-বারি,
কুসুমের সারি, অনলে হবিঃ॥
ভেসে ভেসে যাই, কুল নাহি পাই,
ভুলিতে না চাই, কেন কে জানে।
কারে যেন ডরি, সতত শিহরি,
সাধ রাখি ধরি—বেদনা প্রাণে।

(গীত)

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

রোশেনা। সখি, কেন মিছে কর জ্বালাতন।
সখী। অকারণ কেন লো বিমন? বিধি মিলাবে রতন॥
রোশেনা। নাও মেনে নাও, যাও যাও যাও,—
সখী। যদি হৃদি-নিধি পাও, ব'ল্‌ তো—কি দাও?

রোশেনা। কাজ নেই ভাই, আমি চ'লে যাই,

সখী। ওলো মাথার কিরে,

ঘুমের ঘোরে তেমনি ক'রে এনেছি তোর নাগরে ;

তবে যদি এখন মনে না ধরে, আমরা কি ক'র্‌ব বল ?

রোশেনা। কি কথাই আন, কত ঠাটই জান, নাও মেনে চল—চল ॥

(আবু হোসেনকে লইয়া সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

বেহাগ—দাদরা।

মাথার কিরে, নাগর না যায় ফিরে, ওলো রা্খিস্ ধ'রে

রাখ যতনে রতনে হৃদয়'পরে।

চোখে চোখে রাখ প্রেমে বেঁধে,

না হ'লে ভাস্‌বি লো অকূলে ম'র্‌বি কেঁদে,

বদন তোল লো দেখ্ লো ধনি,

প্রাণ পেয়ে করে, যেন না যায় স'রে ॥

আবু। খুব জবর বাবা, বুড়ো সওদাগর! আবার চালান মন্তর ঝেড়েছে! আবার হীরেজান, পান্নাজান, মতিজান, গুলজান, তর বেতর জান ছেড়েছে! কিন্তু বাবা, আর ভুলিনি; আর জনাবই কর, আর জবাই কর—যা খুসী, হাতে প'ড়েছি, ক'রে নাও; কিন্তু কা'ল সকালে মা ডাক দেবে 'আবু'! আমি আর বাদ্‌সাই ঝা'ড়্‌ব না বাবা! ফের যে কোড়ার চোটে দড়া বানাবে, সে যো আর রা'খব না। আজ বাদসাই চা'ল চা'ল্‌তে বল, দু' এক চা'ল্ চা'ল্‌চি; কিন্তু কা'ল সকালে থোড়াই ভুল্‌ছি, যে আবু সেই আবু, —ফের যে কাবু ক'র্‌বে,—তা'র যো নেই বাবা!

সখী। জাঁহাপনা, এ দিকে আসুন। বেগম সাহেবা অস্থির হ'য়েছেন।

আবু। আমিও বড় সুস্থির নেই পান্নাজান! যার দোহারা পিঠের ছাল, সেই তোমাদের চা'লে ভুলবে!

সখী। কি বলেন, জাঁহাপনা?

আবু। আপনারা কি বলেন? দু' এক চা'ল্ বাদসাই ক'রে নেব, এই তো আপনাদের ইচ্ছে?

রোশেনা। এই ত আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব!

আবু। আহা-হা—এই যে রোশেনা! সুন্দরি, যখন তোমার পুনর্ব্বার দর্শন পেলেম, আবার যদি আমি সহস্র বৎসর কোড়া খাই, তাতে আমি দুঃখিত নই! হে সুন্দরি, কৃপা ক'রে পরিচয় দাও, তুমি কে? তুমি কি দেবী, না মানবী? এ কোন্ রাজ্য? এ কি স্বপ্ন-রাজ্য? সুন্দরি, নীরব হ'ও না, কথা কও।

রোশেনা। (গীত)

ভৈরবী (মিশ্র)—দাদ্‌রা।

গুণমণি, দাসী তব পায়,
রমণী-হৃদয়মণি, ঠেল না এ অবলায়।
প্রেম-অভিলাষী দাসী, আঁখি হেরি মন উদাসী
বাসি মনে সযতনে, হৃদয়ে ধরি তোমায়।

(হারুণ-অল-রসীদ ও বেগমের প্রবেশ)

হারুণ। কি মশাই, আপনি এখানে যে?

আবু। হে কুহাক, আপনার আমার প্রতি অদ্ভুত কৃপা! যখন-রোশেনা দেখেছি, এ জীবনে আর আমার ক্ষোভ নাই; আমি এখন বুঝেছি যে, আপনি সত্যই আমার বন্ধু।

হারুণ। যথার্থই তোমার আমি বন্ধু। তোমার আতিথ-সৎকারে আমি পরম পরিতুষ্ট হ'য়েছিলেম। তুমি আমার নিকট ব্যক্ত ক'রেছিলে, যদি একদিন বাদ্‌সাই-পদ পাও, ইমামদের শাস্তি দেবে। দেখ, সে কামনা তোমার সিদ্ধ হ'য়েছে। তুমি একদিন বাদসাই পেয়েছিলে। তুমি গত কল্য অভিপ্রায় ব্যক্ত কর যে, রোশেনাকে একবার দেখ্‌বার সাধ আছে, তোমার সে সাধও পূর্ণ ক'রেছি। এখন আর কিছু অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর।

আবু। হে মোসাফের, আপনি যে হো'ন, কিন্তু যদি আমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টি থাকে, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবেন যে, যদিচ রোশেনাকে দেখ্‌বার সাধ পূর্ণ হ'য়েছে বটে, কিন্তু সহস্র সাধের উদয় হ'য়েছে। সে সাধ কি পূর্ণ হবে?

বেগম। ভাগ্যবান্, তুমি কালিফকে অতিথি-সৎকারে তৃপ্ত ক'রেছ,— কালিফ তোমার বন্ধু। তোমার কোন সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

আবু। (জানু পাতিয়া) জনাব, জাঁহাপনা, গোলামের প্রতি এত অনুগ্রহ!

হারুণ। আবু, ওঠ,—যেরূপ সম্ভাষণ ক'রে আমার সহিত একাসনে ভোজন ক'রেছিলে, সেইরূপ আলাপ কর। আমি তোমার বন্ধু। তুমি অতি সহৃদয় ব্যক্তি। ইনি আমার রাজ্ঞী, ইনিও তোমার বন্ধু। এখন রোশেনা সম্বন্ধে যদি কোন তোমার ইচ্ছা থাকে, রাজ্ঞীর নিকট ব্যক্ত কর।

আবু। হে রাজদম্পতি! গোলাম বাক্‌কৌশলহীন, কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?

হারুণ। কেন আবু? তুমি ত আমায় তিরস্কার বেশ ক'রেছিলে,— "দেওর, বাদ্‌শা, দানা, দৈত্য!" আমার বেগমের সহিত সদালাপ ক'রছ না? আমি তোমায় শিখিয়ে দিই,—ইনি কুহকিনী, মনোমোহিনী;—

সকল কুহকে পরিত্রাণ আছে, এঁর কুহকে পরিত্রাণ নাই। দেখ, আমি কালিফ, এর নিকট প্রেম-পাশে বদ্ধ।

বেগম। বাঃ বাঃ! যখন এমন বাক্‌পটু বন্ধু আছে, তখন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিন্তা কি? আবু, তুমি যথার্থই বিবেচনা ক'রেছ, ইনি যাদুকর বটে। দেখ না, মন্ত্রবশে আমি ওর বাঁদী।

আবু। (স্বগত) রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়, এদের ত বাগ্‌যুদ্ধ চ'ললো।

বেগম। আবু, কালিফের কৃপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। এই রোশেনা যদিচ আমার বাঁদী, কিন্তু আমি একে কন্যা অপেক্ষাও স্নেহ করি; এতদিন আমার ছিল, আজ হ'তে তোমার।

হারুণ। আবু, তুমি বিচার কর; যাঁর বাঁদীর কুহকে তুমি মুগ্ধ, মনে ক'রে দেখ, তিনি স্বয়ং কিরূপ কুহকিনী!

বেগম। রোশেনা, তোমার মনোমত স্বামী গ্রহণ কর। সতীর পতিই সর্ব্বস্ব, চিরদিনের মত স্মরণ রেখো। এই সম্পূট যৌতুক গ্রহণ কর। এতে যা বহুমূল্য রত্নাদি আছে, তার দ্বারা আজীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে কালহরণ করতে পা'রবে। (সম্পূট প্রদান)

হারুণ। আবু, আমিও তোমায় যৌতুক প্রদান করি; তোমার মনে এরূপ ক্ষোভ না হয় যে, তোমার স্ত্রীর ঐশ্বর্য্যে তোমার ঐশ্বর্য্য। এই সম্পূট বিনিময়ে, ইচ্ছা ক'রলে, রাজ্য ক্রয় ক'রতে পা'রবে।

আবু। জাঁহাপনা, আমি মূল্যবান্ যৌতুক লাভ ক'রেছি,—জাঁহাপনার কৃপা, রাজদম্পতার কৃপা। আমি জানি না, পৃথিবীর মধ্যে আমা অপেক্ষা কে অধিক সৌভাগ্যশালী।

[হারুণ-অল্-রসীদ ও বেগমের প্রস্থান।

সখিগণ। (গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদরা।

মন বাঁধা দে বেঁধেছে মনে।
ধ'র্‌তে গিয়ে ধরাধরি হ'লো দু'জনে ॥
খেলে সই হা'র্‌ব জেনে, এ খেলায় হেরে জেনে,
দেখ মেনে লো বিকিয়ে গে কেনে,
অনুরাগে পায় অনুরাগ, যতন যতনে ॥

[সকলের প্রস্থান।
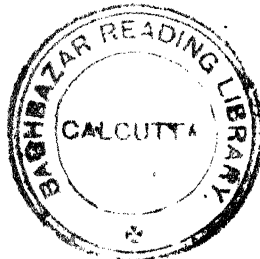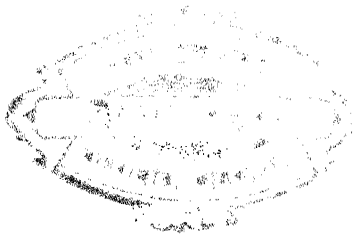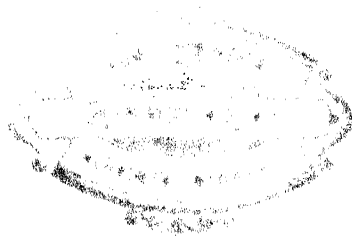
তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী

আবু হোসেনের মাতা ও আবু হোসেন

আবু-মা। ছাথ্ দেখি, কি ক'র্‌লি? বাদ্‌শাই চা'লে চ'ল্‌লি,
এখন কি হবে ভাব্‌ছি তাই, ঘরে নেই একটি পাই।
এমন কিছু নেই যে, তোদের রেঁধে খাওয়াই,
রাগ ক'র্‌লুম, কত ব'ল্‌লুম, তোরা কি বুঝিস্ ছাই!

আবু। ফুরুবে কি মা! রোশেনার কৌটা খুলে হীরে নাও।

আবু-মা। তুমি যাও, দেখ কোথায় কি খুঁজে পাও। একটা মতি ছিল,
তাও তো কা'ল জহুরীর বাড়ী গেল।
ঐ ছাখ্, আস্‌চে সব পাওনাদার, এখন দেশে ট্যাঁকা ভার।

(একজন মেওয়াওয়ালার প্রবেশ)

মে-ওয়ালা। আবুসাহেব, আজ রূপেয়া লে আও।

আবু। মেওয়াওয়ালা সাহেব! আজ্‌কে যাও।

মে-ওয়ালা। নেই, সো নেই হোগা, দাম্ ছোড়্‌কে নেই উঠে গা।

আবু। কেন মিছে ব'সে থাক্‌বে? আজকে নেই হবে।

মে-ওয়ালা। নেই্ হবে কেয়া? রূপেয়া লেগা।

আবু-মা। রূপেয়া মেলেগা।—

তবে আজকার মতন সের দশেক পেস্তা দিয়ে যা।

আর আঙ্গুর দে—কুড়ি বাক্‌স, বেদানা দে একশ,

যদি মস্কট হয়, তা'হলে বুঝ্‌বো তুমি কেমন সক্স্।

মে-ওয়ালা। লেও, লেও, লেও,—লেনে মাঙ্গে। হাম্ নেই দেতা।

থোঁড়া বৈঠ, হাম্ জল্‌দি আওতা।

[মেওয়া-ওয়ালার প্রস্থান।

আবু। মা, আচ্ছা ত তাড়ালে গা!

ঐ আবার খোস্‌বো-ওয়ালা আস্‌ছে;

গলা শাণিয়ে ক্ষাস্‌ছে,—

দাম চাইবে ডেকে হেঁকে।

আবু-মা। তুই অম্‌নি থাক্‌বি টেঁকে;

যেমন ব'ল্‌বে দাম দাও,

তুই ব'ল্‌বি লাখ শিশি এসেন্‌স অফ্ রোজ লে আও।

আর জিজ্ঞাসা করবি, গোলাপের কার্‌পার কি ভাও?

ব'ল্‌বি, গোলাপ লে আও যত পাও;

ওই শুনে আর টাকা চাইবে না, হবে উধাও।

(খোশ্‌বো-ওয়ালার প্রবেশ)

খোস্‌বো-ওয়ালা। মোশাই, আজ্‌কে টাকা দাও।

আবু। দিচ্ছি; তোমার আতর আছে?

খোস্‌বো-ওয়ালা। আজ্ঞে, আতর নেই। হাতীর দাঁতের হ্যাণ্ডেল সিল্কের ছাতা আছে, যদি বলেন তো আনি।

আবু। তা এনো গোটা দুই। ভাল সাবান আছে?

খোস্‌বো-ওয়ালা। আজ্ঞে, সাবানের বড় আমদানী কম। তবে, নীলামে একটা বেশ মারবেল টেবিল খরিদ ক'রেছিলুম, যদি বলেন তো এনে দিই। আপনার কাছে ত আমি লাভ করি নি, লাভ ক'র্‌বও না।

আবু। আচ্ছা নিয়ে এস।

খোস্‌বো-ওয়ালা। টাকা কিছু না দিলে যে চ'ল্‌চে না।

আবু। একেবারে সব হিসেব ক'রে দেব।

[খোস্‌বো-ওয়ালার প্রস্থান।

রোশেনা, রোশেনা!—

(রোশেনার প্রবেশ)

রোশেনা। কি গো?

আবু। কি করি বল দেখি? এই বাদ্‌শার কাছে ত চা'র্‌ বার টাকা চাইলুম, মিছে মিছে ক'রে একবার বল্লুম, দাদা মরে, একবার মা মরা, একবার চাচা মরা, একবার ভগ্নীপতি মরা,—এবার ত তুমি আমি না ম'লে আর হয় না।

রোশেনা। সে কি গো! ম'র্‌বে কি গো?

আবু। বলি, তেমন ম'র্‌বো কেন গো? যেমন দাদা ছিল না, দাদা হ'য়ে ম'লো; চাচা ছিল না, চাচা হ'য়ে ম'লো; বোনাই ছিল না, বোনাই হ'য়ে ম'লো; মাও যেমন ম'লো,—তেম্‌নি তুমি আমি তো না ম'লে নয়! তুমি যাও, বেগম সাহেবের কাছে বলগে যাও, আমি ম'রেছি। আর আমি বাদ্‌শার কাছে বলি গে, তুমি ম'রেছ।

রোশেনা। শেষটা তো টের পা'বে না?

আবু। আরে এখন ত ম'রে জান বাঁচাই। তার পর আর যা' হয় হ'বে। রাগ করেন, পায়ে-হাতে ধ'র্‌বো! যাও, তুমি যাও। তুমিও বেরোও, আমিও বেরুই।

রোশেনা। না, আমি বেগম সাহেবের কাছে মিছে কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না।

আবু। তা হ'লে চল,—দু'জনে বেরুই। আমি পীরের দরগায় যাই; আর তুমি পির্‌নী ফির্‌নী যা হয় একটা খুঁজে নাও। ঘরে হাঁড়ী ঢং ঢং, তার ওপর রাখ্‌ছো? যাও, যাও, যদি পেটে অন্ন দিতে চাও, বেগমের বাড়ী যাও।

রোশেনা। কি ব'ল্‌বো?

আবু। ব'ল্‌বে সোজা কথা—আমি ম'রেছি।

রোশেনা। বালাই! ও কথা কি মুখে আ'ন্‌তে আছে?

আবু। ইস্‌! ও কথা কি মুখে আ'ন্‌তে আছে! ও কথা মুখে না আ'ন্‌লে মুখে কি তুল্‌বে? আমি একবার ম'লে চলে ত ভাগ্যি ক'রে মেনো। দু'তিনবার কবরে না দিতে হ'লে হয়। পেটের গহ্বর তো তোমার কম নয়, আমারও কম নয়। নাও নাও চল—বেরিয়ে পড়ি।—

রোশেনা। তবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।
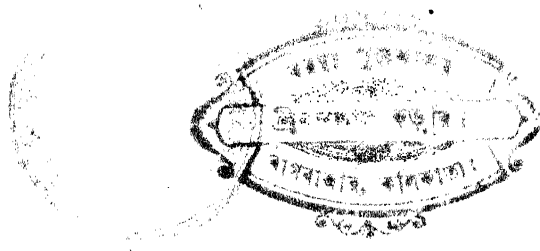
চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাদ্‌সার অন্তঃপুর

মশুর ও দাই

মশুর। ও বুড়ি, ও বুড়ি!

দাই। তোর ঘরে ফাটুক হাঁড়ী, শ্যাল-কুকুরে থাক্ তোর নাড়ীভুঁড়ি।

মশুর। কেন, বুড়ীকে বুড়ী ব'ল্‌বো না?

দাই। তোমার দু'টী চোখ হ'ক কাণা!

মশুর। আর তোমার চোখে পড়ুক ছানি; আর দুটী পায়ে দু'টী গোদ হো'ক!

দাই। তোর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরুক।

মশুর। আঃ দাই! তোর কি মুখের ছিরি ভাই!

দাই। যম কি ম'রেছে? নেয় যদি ঘোচে বালাই।

মশুর। যম ম'রেছেই বটে? আমি ভাব্‌ছি তাই,
বলি শত্তুর মুখে দিয়ে ছাই, কবরে যায়নি দাই?

(হারুণ-অল-রসীদ ও বেগমের প্রবেশ)

হারুণ। মশুর, মশুর, এই—যা তো, আবুর বাড়ী যা তো, দেখে আয়, কে ম'রেছে—আবু কি রোশেনা?

মশুর। যো হুকুম জনাব!

[মশুরের প্রস্থান।

হারুণ। দেখ, আমি কিন্তু বাজী ছা'ড়্‌বো না।

বেগম। আমিও বাজী ছা'ড়্‌বো না। আমি তোমার লোকের কথাও বিশ্বাস ক'র্‌ব না, যা তো দাই! তুইও যা'তো, দেখে আয় তো,—আবু ম'রেছে কি রোশেনা ম'রেছে?

দাই। এই তো লোক মরে! মশুর মরে না গা? [প্রস্থান।

হারুণ। কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে আবু এলো, ব'ল্‌লে, রোশেনা ম'রেছে; আমি তারে টাকা দিলুম, আর তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না?

বেগম। কি আশ্চর্য্য! আমার কাছে রোশেনা এলো, ব'ল্‌লে, আবু ম'রেছে, আমি টাকা দিলুম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না?

হারুণ। আচ্ছা, মশুর ফিরুক, তখন বুঝে নেব, তোমার চতুরালী।

বেগম। আচ্ছা, দাই ফিরুক, তোমার কথায় দেবো হাততালি।

হারুণ। এখনও সত্য কথা বল—এখনি ঠ'ক্‌বে।

বেগম। কে ঠকে, তা লোকে দেখ্‌বে।

হারুণ। এখনও মশুর কেন দেরি ক'র্‌ছে? চল, এগিয়ে দেখি।

বেগম। শিখিয়ে দিয়েছ, ফির্‌বে কি!

হারুণ। তোমার দাই ফিরে এলো না কি?

বেগম। কোন্ ঠাট্টই বা বাকী? চল দেখি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাটী।

আবু হোসেন ও রোশেনা।

আবু। রোশেনা! রোশেনা! দেখ তো, দেখ তো—মশুর নয়?

রোশেনা। হ্যাঁ, সেই রকমই ত দেখ্‌ছি! হাঁ, হাঁ—মশুরই বটে, মশুর বটে, মশুর বটে।

আবু। রোশেনা! রোশেনা! শীগ্‌গির মর, শীগ্‌গির মর—

রোশেনা। ম'র্‌বো কি গো?

আবু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর, মর—

রোশেনা। ও কি কথা গো ?

আবু। আরে আগে মর—তার পরে কথা ক'য়ো এখন ; মরো—মরো, —শীগ্‌গির মর ! দেরি ক'রো না, মুস্কিল বাদালে দেখ্‌ছি।

রোশেনা। মরণ না হ'লে ম'রবো কেমন ক'রে গো ?

আবু। আরে, তেমন ম'রতে ব'লছি কি তোমায় ? এই কালো কাপড় খানা টেনে মুড়ি দাও ! নিথর হ'য়ে থেকো ! আর যদি মুখের কাপড় খোলে, অম্‌নি দাঁত ছির্‌কুটে থেকো।

রোশেনা। কেন গো ?

আবু। আর কেন গো, বুঝতে পা'চ্ছ না ? মশুর আ'স্‌ছে, খবর নিতে —তুমি ম'রেছ—কি আমি ম'রেছি। আমি বাদশাকে ব'লেছি, তুমি ম'রেছ।

রোশেনা। তবে মরি ?

আবু। একটু সাবধানে ম'রো—কথাবার্ত্তা ক'য়ো না।

রোশেনা। আর আমায় যদি কবর দেয় ?

আবু। বলি, আমি ত বেঁচে আছি ; আমি কবর দিতে দেবো কেন ? এই দেখ, সব ভেস্তে গেল ! এই মশুর এসে প'ড়লো !

রোশেনা। না, না—আমি ম'র্‌চি ! (কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন)

(মশুরের প্রবেশ)

আবু। কি মশুর ! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! দেখে যাও, আমার জানের জান্ মারা গিয়েছে ! দেখে যাও, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো, দেখ !

মশুর। আহা, হা, হা ! তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে ! রোশেনা বড় ভাল ছিল।

আবু। ভাল ব'লে ভাল ! কথা কইতে কইতে ম'লো ! আমায় ব'ল্লে,

বা'দ্শানাম্‌দার কাছে যাও, বাদ্‌শা ত কবরের খরচ দিয়েছেন, এখন কবরের খোরাকী কিছু নিয়ে এস।

মশুর। কবরের খোরাকী কি?

আবু। না হয় ম'রেইছে, পেট ত সঙ্গে আছে। দু'পুর রেতে যখন উঠবে, খিদে পাবে, তখন কি খাবে বল?

মশুর। ম'লে আবার খাবে কি?

অবু। মশুর! তুমি পুরুষ মানুষ, জান না, অবলার বড় নোলা;— ম'লেও খায়।

মশুর। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌ছো?

আবু। না, ঠাট্টা কিসের? পরখ দেখ্‌তে চাও, কিছু খাবার আন, এনে এই কাপড়ের মধ্যে দাও।

মশুর। বটে, বটে—এমন নোলা! তা হতে পারে। ঐ যে দাই মাগী, ও ম'লেও খাবে! বেটীর যেমন রূপ, তেম্‌নি দাঁত, তেম্‌নি নোলা! এক দিন বাগে পাইত নাকটা কেটে নিই!

আবু। মশুর, মশুর! তুমি যাও, তুমি যাও—

মশুর। কেন, কেন?

আবু। দেখ্‌ছো না? ঐ দাই মাগী আ'স্‌ছে।

মশুর। তা এলেই বা! আমার ভয় কি?

আবু। ও এসে ছুঁলেই রোশেনা দানা পাবে! আর দাই মাগীর যা'র উপর আড়ি, তা'র মাথাটা কড়মড়িয়ে খাবে।

মশুর। সে কি?

আবু। আর সে কি? ও মস্ত ভূতুড়ে মাগী! আ'জ কি বার?

মশুর। আ'জ এত্‌বার।

আবু। তবেইত! এই এত্‌বারের মড়া পেলে এখনি দানা জাগাবে। ওই দেখ, ওই মস্তর প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে আস্‌ছে।

মশুর। বটে, বটে! তবে আমি স'রে পড়ি!

আবু। ওঠ কি পড়, অমনি দৌড় মার! দেখ,খবর্দার যেন মাগী ছোঁয় না!

মশুর। ভাগ্যিস্, তুমি আমায় শেয়না করে দিলে। [মশুরের পলায়ন।

আবু। রোশেনা, রোশেনা! তুমি ওঠো; এবার আমি মরি।

রোশেনা। তা মর, মর, আমি বাঁচ্লুম! মুখে মুড়ি দে আমার হাঁপ ধ'রেছিল।

আবু। এইবার তুমি খুব গলা ছেড়ে কান্না ধর! যত পার, হাঁপ ছেড়ে চেঁচাও! (কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন)

(দাইএর প্রবেশ)

দাই। পোড়ার মুখো মশুর মরে না! অহঙ্কার দেখেছ, মট্‌মট্‌ ক'র্‌ছে! ব'ল্‌ছে, ছুঁস্ নে সর্; আ মর্! এত তেজ কিসের?

রোশেনা। ওগো, আমার কি হ'লো গো! আমার আবু কোথায় গেল গো! ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! ওগো, আমার কি হবে গো!

দাই। এত লোক মরে, মশুর মরে না? শোন্ রোশেনা, কাঁদিস্ এখন, আমায় আগে বল্;—আমায় বেগম সাহেবা দেখতে পাঠিয়েছে, তুই ম'রেছিস্ কি আবু ম'রেছে?

রোশেনা। ওগো! আমার আবু ম'রেছে গো! আবু ম'রেছে! এই কাপড় মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে।

দাই। এ যে দেখ্‌চি ন'ড়চে।

রোশেনা। ন'ড়চে! তবে দেখছি মশুর সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

দাই। কি, কি, মশুর কি ক'র্‌লে?

রোশেনা। এই মন্তর পড়ে, দানা চেলে আ'ন্‌লে; ব'ল্‌ছিল, দাই মাগী এলে তার ঘাড় ভাঙ্গিস্—তার ঘাড় ভাঙ্গিস্।

আবু। হুঁ, আমি খাব, আমি খাব—

রোশেনা। ও মা! আমি কোথায় যাব? এই দেখ, খাব খাব ক'চ্ছে!

আবু। হুঁ, দাই মাগীর মাথা খাব, দাই মাগীর মাথা খাব!

দাই। ও মা গো! বাবা গো! [পলায়ন।

আবু। (উঠিয়া) রোশেনা! আর খাওয়া হলো না! ঐ দেখ, বাদশা-বেগম আ'স্‌ছে। তুমি এক পাশে মর, আমি এক পাশে মরি।

[উভয়ের কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন।

(হারুণ-অল-রসিদ ও বেগমের প্রবেশ)

হারুণ। বেগম! সত্যই দুঃখের বিষয়, সত্যই দুঃখের বিষয়! রোশেনাকে স্নেহ ক'র্‌তে, রোশেনা নাই, ম'রেছে! মশুর কি আমার সামনে মিছে কথা কইতে পারে?

বেগম। পথে দাই কি মিছে কইলে? বুড়োমাগী ভয়ে আঁতকে এসে প'ড়্‌লো, আবু ম'রেছে।

হারুণ। তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না? কই, এখানে ত কেউ নেই? এই যে দু'টো•কি প'ড়ে আছে!

(মশুরের প্রবেশ)

মশুর। কাছে যাবেন না, কাছে যাবেন না! ঐ রোশেনা ম'রেছিল, দাই মাগী দানা চেলে আবুকেও মেরেছে।

(দাইএর প্রবেশ)

দাই। বেগম সাহেব! কাছে যাবেন না, কাছে যাবেন না, আবু ম'রেছিল, মশুর দানা চেলে এনে রোশেনাকেও মেরেছে।

(গীত)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

উভয়ে। ও বড়া দানাবাজ—ও বড়া দানাবাজ।

মশুর। চোপ চোপ দানাওয়ালী, নেহি তোম্‌হারি লাজ;
জাঁহাপনা, এ বড়া দানাবাজ, এ বড়া দানাবাজ॥

দাই। আবি যাদু ছোড়া, ছোটী দাঁত কিড়মিড়া,
মশুর হুজুর, এ বিড়বিড়া, দানা আয়া গিড়গিড়া ;
দাই। চোপ চোপ ! বাত্ বোল' থোড়া,
মশুর। চোপ চোপ ! গোস্তাকি বুড়া ;
উভয়ে। তেরা সরম নেই, ছোড়তা আওয়াজ।
এ বড়া দানাবাজ—এ বড়া দানাবাজ ॥

হারুণ। আচ্ছা মশুর, কে আগে ম'রেছে ?

মশুর। হুজুর ! রোশেনা আগে ম'রেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দাই মাগীর দানা আবুর ঘাড় ভেঙ্গেছে।

দাই। বেগম সাহেব ! আবু আগে ম'রেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মশুরের ভূত রোশেনার ঘাড় ভেঙ্গেছে।

(গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

মশুর। ছোড়্ দাগাবাজী, ছোড়্ দাগাবাজী,—
থোড়া চলেগা তেরা কার্‌সাজী।
দাই। হিঁয়া বেগম সাব্,—থোড়া চলেগা তেরা দাগাবাজী।
মশুর। হিঁয়া খাড়া জনাব্, থোড়া চলেগা তেরা কার্‌সাজী।
দাই। বেইমান, থাম্‌কা এত্তা জুলুম,
মশুর। কেস্‌কা জুলুম, আবি হোগা মালুম ;
দাই। তোম্ কিয়া হ্যায় খুন,
মশুর। তোম্ কিয়া হ্যায় খুন,
দাই। তেরা গর্দ্দানা লেনেকা হোগা হুকুম,
হিঁয়া বেগম সাব্, আবি দেগা হুকুম ;
মশুর। থোড়া চুপ্ চাপ্ রও, আবি দেখ গে ধুম,
আবি দেখ গে ধুম ;

দাই। আবি শিখ্‌লে যেসা পাজী,—

মশুর। তোম শিখ্‌লে যেসা পাজী।

হারুণ। এ তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। একি সত্য যাদু নাকি!

মশুর। হ্যাঁ হুজুর!

দাই। ক্যা হাল হোয়ে ছাখ মশুর!

মশুর। ছোড় দেও আওয়াজ বেসুর, যাদু হ্যায় দেখিয়ে হুজুর!

দাই। তেরা চাঁটে গা নাক, তেরা গর্দ্দানা কাট্‌কে পিটে গা ঢাক।

মশুর। তোম দাগাবাজ খুব!

দাই। চোপ্‌রাও বেওকুব! মান্‌ লেও তেরা কসুর!

হারুণ। বেগম, কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌ছো?

বেগম। না, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

হারুণ। আচ্ছা সকলে শুন। আমার এই প্রতিজ্ঞা,—কে আগে ম'রেছে, যদি আমায় বলে, তারে আমি এখনি হাজার আস্‌রফী পুরস্কার দিই।

বেগম। আমার এই প্রতিজ্ঞা,—কে আগে ম'রেছে, যদি আমায় বলে, তারে আমিও এখনি হাজার আসরফী পুরস্কার দিই।

আবু। (উঠিয়া) জনাব! আমি আগে ম'রেছি।

রোশেনা। (উঠিয়া) বেগম সাহেব, আমি আগে ম'রেছি।

হারুণ। আচ্ছা আবু! তুই কি দুঃখে মলি?

আবু। জনাব, পেটের দায়!

বেগম। রোশেনা! তুই কি দুঃখে মলি?

রোশেনা। স্বামীর জ্বালায়।

(আবু হোসেনের মাতার প্রবেশ)

আবু-মা। ওরে আমার সর্ব্বনাশ হ'লো; আমার বউ-ব্যাটা ম'লো!

আবু। ও মা, কাঁদিস কেন? এই যে বেঁচে উঠেছি।

আবু-মা। ও বাবা! হ্যাঁ বাবা! বেঁচে উঠেছ বাবা! সত্যি বাবা! বউ মা?

রোশেনা। এই যে আমিও বেঁচে উঠেছি।

আবু-মা। বাবা, মা! আর এমন ছ'জনে পরামর্শ ক'রে ম'রো না।

আবু। মা, চেঁচিও না। বাদ্‌শা, বেগম্‌কে সেলাম কর।

আবু-মা। অ্যাঁ! বাদ্‌শা? আমি মনে ক'রেছি, মোসাফের! আমার কুটীরে যে বাদ্‌শা-বেগমের পদার্পণ হবে, এ আমি স্বপ্নেও জানি না।

হারুণ। বুড়ি, আমি সেই মোসাফের—তোমার ছেলের বন্ধু।

বেগম। আমি এই মোসাফেরের বাঁদী—তোমার পুত্রবধূ আমার কন্যা।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা

ভাল হ'লো শেষ ভালই ভাল।
ভালয় ভালয় গোল মিটেছে,
ভালয় ভালয় ফিরে চল॥
যে শোনে এই কাহিনী, সুখে তার যায় যামিনী,
কেমন মজা ক'র্‌লে ছ'জন,
মন রেখে নয় ভাল বল!
ভাল ভাল সবাই বল, ঘর গিয়ে সব দেখ্‌বে আলো॥

যবনিকা

"আবু হোসেন"

১২৯৯ সাল, ১৩ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ, ১৮৯৩ খৃঃ) শনিবার,

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী	...	স্বর্গীয় নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ। " অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষক	...	স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	" ধর্ম্মদাস সুর। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঃ—

আবুহোসেন	...	স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
হারুণ্-অল্-রসিদ্	...	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসু বাবু)
উজীর	...	স্বর্গীয় বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)
মশুর	...	" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
বৈতালিকগণ	...	" অঘোরনাথ পাঠক। " তিতুরাম দাস।
পাগলগণ		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য। স্বর্গীয় কুমুদনাথ সরকার। " বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু) " শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।

বিচারপ্রার্থী পুরুষগণ	শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব।
	" নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
	" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
	স্বর্গীয় অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল (Angus)
হকিম	" কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
ইমাম	" কুমুদনাথ সরকার।
খোসবোওয়ালা	" তিতুরাম দাস।
মেওয়াওয়ালা	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রোশেনা ...	পরলোকগতা হরিসুন্দরী (বিড়াল হরি)
বেগম ...	শ্রীমতী বসন্তকুমারী (ভূষণকুমারীর ভগিনী)
আবু হোসেনের মাতা	পরলোকগতা হারমতী (গুলফন্)
দাই ...	" তিনকড়ি দাসী।
১মা সখী ...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বিচার-প্রার্থিনী স্ত্রীদ্বয়	" হেমন্তকুমারী।
	" হরিদাসী (Tall)

"গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত তালিকা হইতে উপরোক্ত নাম সকল উদ্ধৃত হইল।
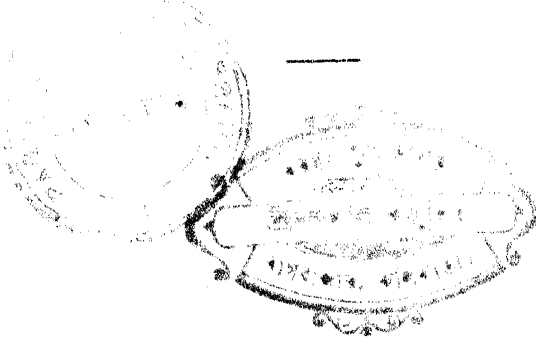
রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

সতেরখানি চিত্র সংযোজিত বিচিত্র গ্রন্থ।

সুন্দর সিল্কের বাঁধাই; মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

সংবাদপত্রের মন্তব্য ঃ—

(১) ভারতবর্ষ, ১১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৩০

"রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গ্রথিত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবু স্বর্গীয় নাট্যরথী গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; ছায়ার স্তায় তিনি গিরিশ বাবুর সঙ্গী ছিলেন; সুতরাং রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা বলিতে তিনি হক্‌দার। বিগত দুই যুগের অধিককাল অবিনাশ বাবু রঙ্গালয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন। তিনি কোন দিন অভিনয় করেন নাই। কিন্তু অভিনেতাদিগকে তিনি বিশেষভাবে জানিতেন এবং এখনও জানেন। কাজেই বিভিন্ন রঙ্গালয়ের যখন যে রঙ্গ-কথা হইয়াছে, তাহার অনেকই তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, কতক বা অপরের মুখেও শুনিয়াছেন। সেই সকল রঙ্গ-কথা একত্র সংগ্রহ করিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন এক রকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশ বাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানি সুন্দর হইয়াছে, যেমন ছাপা, তেমনই বাঁধাই, আবার কএকখানি আলোক চিত্রও আছে। জিনিস হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।" রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর।

(২) হিতবাদী, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০ সাল

"কলিকাতার বিখ্যাত বাঙ্গালী রঙ্গালয় সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে অনেকগুলি 'চুটকি' গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই বেশ হাস্যরসাত্মক। এই পুস্তকের এক বিষয়ে বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসের অনেক উপাদান এই গ্রন্থে আছে, সুতরাং ভবিষ্যতে যিনি ঐরূপ ইতিহাস সঙ্কলন করিবেন, এই পুস্তক তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিবে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদের বেশ ভালই লাগিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত চুটকি গল্পের এরূপ একত্র সমাবেশ ইতঃপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং পুস্তকখানির নূতনত্ব আছে।"

(3) **The Amrita Bazar Patrika,** 13th December, 1923.

"The name of Babu Abinash Chandra Gongopadhya is not unknown to the readers of Bengalee Dramatic literature. His connection with late Babu Girish Chandra Ghosh, the main chief builder of the stage and drama in Bengal in the last few years of his life, is productive of necessary important informations concerning our National Stage. From that stock and from other resources which he has collected through his personal connection with the great play houses of Bengal, he has oompiled the book "Rangalayer Ranga-katha" which is a valuable and enjoyable one supplying precious and jolly informations and incidents from the life of several well-known Stage-Artists, containing fragments of Stage history, A full perusal of the book is obligatory to any one who steals a page out of it and the lovely funny sketches will not only amuse the reader but will add something to his resources in this direction. Babu Amritalal Bose, the grand old man of the stage at present has introduced the book to the public in his unique style."

(৪) **বসুমতী,** ৬ই পৌষ, ১৩৩০ সাল

"............বাঙ্গালার রসজ্ঞ পাঠক-মণ্ডলী 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তককারকে উৎসাহিত করিবেন। পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা